Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে

দো'আ ও মুনাজাত

লেখক
মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
আল-আযহারী

সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে

দো'আ ও মুনাজাত

লেখক
মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
আল-আযহারী

সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনায়
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা) দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,
e-mail:anjumantrust@yahoo.com,anjumantust@gmail.com
www.anjumantrust.org

কোরআন-সুন্নাহর আলোকে

দো'আ ও মুনাজাত

লেখক
মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন
আল-আযহারী

সম্পাদক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশকাল
০১ জুমাদাল আখিরাহ্, ১৪৩৯ হিজরি
০৬ ফাল্গুন, ১৪২৪ বাংলা
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রচ্ছদ ডিজাইন
সৈয়দ মুহাম্মদ মনসূরুর রহমান

বর্ণসাজ
মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া: ৮০ /- (আশি) টাকা

'Quraan-Sunnar Alokhe Du'a o Munajat', compiled by Prof. Maulana Sayyed Mohammad Jalal Uddin Al-Azhari, edited by Moulana Muhammad Abdul Mannan, published By Anjuman-e Rahmania Ahmadia Sunnia Trust, Chittagong, Bangladesh. Hadiah Tk. 80.- (Eighty) Only.

সূচিপত্র

ক্র.ম.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	আনজুমানের সিনিয়র সহ সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলের অভিমত	০৪
০২.	মুখবন্ধ	০৫
০৩.	প্রথম অধ্যায়: দো'আ ও মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত	০৯
০৪.	দো'আ অহংকার থেকে দূরে রাখে	১০
০৫.	দো'আ কখনো বৃথা যায় না	১৩
০৬.	দো'আ ও মুনাজাতের আদব	১৪
০৭.	দো'আ কবূলের অন্তরায়সমূহ	১৭
০৮.	দো'আর আদবের বিবরণ	২১
০৯.	প্রার্থনাকারী যা যা থেকে দূরে থাকবেন	৪০
১০.	দো'আ কবূল হবার অনুকূল অবস্থা ও সময়	৪২
১১.	দ্বিতীয় অধ্যায়: ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাতের শর'ঈ বিধান।	৪৯
১২.	দো'আয় উভয় হাত উত্তোলন করবেন	৫২
১৩.	দো'আয় হাত কীভাবে উঠাতে হবে	৬৩
১৪.	দো'আ শেষে দু'হাত চেহারায় মসেহ্ করা	৬৫
১৫.	ইমাম ও মুসল্লীর সম্মিলিত দো'আ	৬৮
১৬.	দো'আয় আল্লাহর হামদ ও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ বেশি পড়া	৭১
১৭.	তৃতীয় অধ্যায়: পর্যালোচনা	৭২

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আনজুমান ট্রাস্ট'র সম্মানিত সিনিয়র সভাপতি
ও সেক্রেটারি জেনারেল-এর

অভিমত

আমরা 'আহলে সুন্নাত' তথা সুন্নী মুসলমানগণ আল্লাহর দরবারে দো'আ-প্রার্থনা এবং মুনাজাতকে আর মুসলমানদের মজবুত হাতিয়ার মনে করি। ইবাদত-বন্দেগীর সময়, সুখে-দুঃখে আমরা পরম করুণাময়ের দরবারে দো'আ-মুনাজাত করে থাকি। বস্তুত: এ কাজটি আল্লাহ জাল্লা শানহুর নিকট অতি পছন্দনীয়, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরও অতি প্রিয় আমল।

পবিত্র ক্বোরআনে দো'আ-মুনাজাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পবিত্র সুন্নাহ্ তথা অগণিত হাদীসে আল্লাহর দরবারে দো'আ মুনাজাতের জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নিয়মাবলী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, এ দো'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাগণ উপকৃতই হয়েছেন। বান্দা হাত তুলে, বিনম্রচিত্তে, নিজের অপরাগতা ও দুর্বলতা স্বীকার করে আল্লাহকে মহান দয়ালু ও সর্বশক্তিমান বিশ্বাস করে দো'আ করলে তিনি তা কবূল করেন। দো'আ যেমন একাকী ও নির্জনে করা যায়, তেমনি সম্মিলিতভাবেও করা যায়।

পক্ষান্তরে, একশ্রেণীর মোল্লা-মৌলভী এমন একটি পুণ্যময় কাজকে হারাম, বিদ'আত ও না-জায়েয বলে বেড়াচ্ছে। এহেন যুগ সন্ধিক্ষণে দো'আ-মুনাজাতের পক্ষে ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদি সহকারে একটি পুস্তক প্রকাশ করা সময়ের দাবী। ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে 'দো'আ-মুনাজাত' শীর্ষক এ পুস্তক যুগের এ দাবী পূরণে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আনজুমান, যুগের এ চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়েছে বিধায় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দরবারে শোকরিয়া আদায় করছে। সাথে সাথে লেখক, সম্পাদক এবং অন্যান্য সহযোগীদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। আমরা বইটি বহুল প্রচার কামনা করছি। আ-মী-ন।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন
সিনিয়র সহ সভাপতি

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

মুখবন্ধ

ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে
দো'আ ও মুনাজাত

সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক মহান আল্লাহ এমন এক মহান সত্তা যিনি তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইলে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি কারীম-পরম দয়ালু। তিনি চান মানুষ তাঁর কাছে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু চেয়ে নিক। তিনি তাদের প্রার্থনা কবুল করেন। বান্দা যত বেশী চাইবে আল্লাহ তত বেশী দেন এবং তত বেশি খুশি হন। দো'আর মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয়।

দো'আ শব্দের অর্থ প্রার্থনা করা, আহ্বান করা, কোন কিছু পাওয়ার জন্য আকুতি-মিনতি করা ইত্যাদি। দো'আ আল্লাহর সঙ্গে বান্দার কথোপকথনের প্রধান মাধ্যম। ইসলামে দো'আকে একটি স্বতন্ত্র ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে যারাই আল্লাহর প্রিয় হয়েছেন তাঁরা সকলে দো'আকে মূল হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দো'আর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের পার্থিব ও পরকালীন সফলতার মূল চাবিকাঠি।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার ওই মুহূর্তটিকে অধিক পছন্দ করেন যখন বান্দা তার নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে, তার কাছে মাগফেরাত তলব করে। 'বান্দার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই' স্বতঃসিদ্ধ এই কথা যখন বান্দার মুখে আকুতির মাধ্যমে উচ্চারিত হয় তখন আল্লাহর করুণার ধারা বান্দার প্রতি প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়।

বান্দা কীভাবে তার চাহিদার কথা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থাপন করবে তার কৌশল আল্লাহ তা'আলা নিজেই শিখিয়ে দিয়েছেন। নিজের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার আহ্বান করা এবং তার পদ্ধতিও বলে দেয়ার নজির একমাত্র মহান আহকামুল হাকিমীনের দরবারেই মিলে। দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশার দরবারে এমনটি পাওয়া যায় না। ক্বোরআনের বিভিন্ন স্থানে দো'আ কীভাবে করতে হবে তার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার জন্য কীভাবে দোআ' করবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষা দিয়েছেন-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থাৎ (তোমরা এভাবে আরয করো) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ের মধ্যে কল্যাণ দান কর। আমাকে জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নাজাত দাও।'[সূরা বাক্বারা, আয়াত-২০১]

আরেক জায়গায় তিনি দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে-

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছি; এখন যদি তুমি আমাদেরকে মাফ না কর এবং আমাদের ওপর দয়া না কর; তবে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' [সূরা আ'রাফ, আয়াত-২৩]

এভাবে কোরআনে আল্লাহ তাঁর বান্দার আহ্বানে সাড়া দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ

'এবং তোমাদের রব বলেন, হে বান্দারা! তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।'[সূরা গাফির, আয়াত-৬০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় হাবীব ও বন্ধু। তাই তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটে পৌঁছার জন্য অধিক হারে দো'আ করতেন। যে কোনো বিপদে আপদে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোআ'র মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি পূর্বক নাজাত কামনা করতেন। মক্কায় অবস্থানকালীন কঠিন মুহূর্তে, ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধে নিরস্ত্র অবস্থায়, হিজরতের সময় কাফেরদের আক্রমণের অতি নিকটবর্তী সময়েও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়েছেন তখনই আল্লাহর সাহায্য এসেছে। তাঁর রহমতের দরিয়ায় জোশ উঠেছে। আল্লাহ তাঁর কৃপা ও কুদরতের অদৃশ্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয়নবীর সাহায্যার্থে। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ কিংবা মানবিক বিপর্যয়ের করুণ মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার ছিল দো'আ ও মোনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর করুণা ও রহমতের দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করা। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারে দয়া ও করুণার প্রার্থনা করা।

গভীর রাতে সমস্ত জগত যখন ঘুমের ঘোরে নিরব, নিস্তব্ধ, নিঝুম, বিভোর, তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের মুক্তির জন্য আল্লাহর

দরবারে দো'আ ও মোনাজাতের মাধ্যমে কান্নাকাটি করতেন। প্রিয় হাবীবের সঙ্গে সেসব ঘনিষ্ট মুহূর্তগুলোকে মূল্যায়ন করে উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ করুণার প্রস্রবনে সিক্ত করেছেন। আল্লাহর একান্ত প্রিয় ও নিষ্পাপ নবী এগুলোর মাধ্যমে আপন-প্রিয় উম্মতকেও শিক্ষা দিয়েছেন।

দো'আর আদব হলো, বান্দা তার সমস্ত দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব আল্লাহর কাছে পেশ করবে অত্যন্ত বিনম্র ভাষায়। নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেবে আল্লাহর দরবারে। নিজেকে সম্পূর্ণ আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করে নিজের চাহিদার কথা, নিজের অভাব-অনটনের কথা মহান রবকে জানাবে। প্রকৃত ও যথার্থ দো'আর ফল অবশ্যম্ভাবী। সঠিক নিয়মে দো'আ করলে তা কখনও বিফলে যাবে না। দো'আর ফল প্রকাশে বিলম্ব হলেও তাতে নৈরাশ হওয়ার কারণ নেই। কোনো দো'আর ফল যদি দুনিয়াতে নাও পাওয়া যায় তবে তা আখেরাতে অবশ্যই পাওয়া যাবে-এ বিশ্বাস রাখতে হবে সবাইকে। সর্বোপরি অন্তরকে স্বচ্ছ, কলুষমুক্ত করে আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে পারলেই দো'আ কবুলের গ্যারান্টি দেয়া যায়।

ফরয নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করা কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে এটি একটি সুন্নাত আমল। এটিকে বিদ'আত বলার কোনো অবকাশ নেই। ফরয নামাযের পর দো'আ করা হাদিসের ছয়টি নির্ভরযোগ্য কিতাব অর্থাৎ সিহাহ সিত্তার মাধ্যমে প্রমাণিত। অন্যদিকে দো'আর সময় হাত তোলার কথাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই, যাতে ফরয নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করাকে হারাম কিংবা নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জমানা থেকে আজ পর্যন্ত হাজার বছর ধরে ফরয নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করার নিয়ম চলে আসছে। এতে কেউ আপত্তি করেনি।

ইমাম আবূ হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো ফকিহ মুজতাহিদগণ ও অগণিত মুহাদ্দিস চলে গেছেন ঠিক, কিন্তু কোনো একজন ইমামও এ বিষয়ে আপত্তি করেননি। পক্ষান্তরে, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে ক্বাইয়্যিম এ বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তথাকথিত আহলে হাদিসের আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানীর অনুকরণে বর্তমানে কিছু ওহাবী, লা-মাযহাবী ফরয নামাযের পর হাত তুলে মোনাজাতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন অথচ তা শরিয়তের আলোকে কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নাত এ কাজকে ফরয কিংবা ওয়াজিব মনে করেন না; বরং সুন্নাত হিসেবে হাত তুলে দো'আ-মুনাজাত করে থাকেন।

আরব রাষ্ট্রগুলোতে ওয়াহাবী মতবাদের প্রবর্তক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদির আত্মপ্রকাশ এবং পেট্রো ডলার পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের মধ্যে ফরয নামাযের পর হাত তুলে মোনাজাতের আমল জারি ছিল। এমনকি লা-মাযহাবীদের গুরুজনরাও তা সমর্থন করেছেন। যেমন সাইয়্যিদ নাযির হোসাইন, নাওয়াব সিদ্দিক হাসান ভূপালি, সানাউল্লাহ, হাফেয আব্দুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখ। তারা নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করাকে বিদ'আত বলেননি। কয়েকজন লোকের অহেতুক বিরোধিতার কারণে উম্মতের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি আমলকে বিদ'আত বলা কখনো যুক্তিসংগত হতে পারে না।

হাদিসের কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, দো'আর জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিন বা সময়ের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় দো'আ করার হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে ফরয নামাযের পর অন্যতম। এ মাসআলাটি সমাজের সামনে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আমরা এ নিবন্ধে কোরআন, হাদিস, সলফে সালেহিনের আমল ও তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

নিবন্ধটি তিনটি অধ্যায় ও কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছেঃ প্রথম অধ্যায়ে দো'আ ও মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফরয নামাযের পর হাত তুলে দো'আ ও মুনাজাত এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---o---

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রথম অধ্যায়
দো'আ ও মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

দো'আর প্রকারভেদ

দো'আ দুই প্রকারঃ

এক. 'দো'আউল ইবাদাহ' বা ইবাদতমূলক দো'আ। সর্বপ্রকার ইবাদতকে এ অর্থে দো'আ বলা হয়।

দুই. 'দো'আউল মাসআলা' অর্থাৎ প্রার্থনাকারী নিজের জন্য যা কল্যাণকর তা চাওয়া এবং যা ক্ষতিকর তা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা।[1]

যেমন কেউ সালাত আদায় করল। এ সালাতের মধ্যে অনেক প্রার্থনামূলক বাক্য ছিল। এগুলোই দো'আউল ইবাদাহ। আবার বান্দা পরীক্ষা দেবে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল, "হে আল্লাহ! তুমি আমার পরীক্ষা সহজ করে দাও এবং কৃতকার্য করে দাও! এটা হলো দো'আ আল-মাসআলা বা চাওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চেয়ে এমন বড় সত্তা কে আছে যার কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে? আর কেউ নেই, তাই তাঁর দরবারে প্রার্থনা করার জন্য, পূর্ণ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার বজায় রাখা অপরিহার্য।

অপর দিকে দো'আ মুনাজাত যখন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত তখন অবশ্যই এটা আদায় করতে তার যত বিধিবিধান, শর্তাবলী, নিয়ম-কানুন, শিষ্টাচার আছে, তার সবই পালন করতে হবে। লক্ষ্য থাকবে যে, আমার এ প্রার্থনা যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয়।

---

১ - বাদায়ে' আল-ফাওয়ায়েদ: ইবনুল ক্বায়্যিম

দো'আ ও মুনাজাতের গুরুত্ব

১. দো'আ এক মহান ইবাদত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তরজমা: 'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত হতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। [সূরা আল-মুমিন, আয়াত-৬০]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأَ: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ)

অর্থ: হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দো'আই (মূল) 'ইবাদাত। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন, "এবং তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমার নিকট দো'আ করো, আমি তোমাদের দো'আ কবুল করব।"[2]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

অর্থ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দো'আ হলো 'ইবাদাতের মগজ বা সারাংশ।[3]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন:

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ».

[2] - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৭৯, তিরমিযী ২৯৬৯, ইবনু মাজাহ ৩৮২৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৬৭, আহমাদ ১৮৩৫২, মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বাবারানী ১০৪১, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৮০২, শু'আবুল ঈমান ১০৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৯০, আদাবুল মুফরাদ ৭১৪/৫৫৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৭, সহীহ আল জামি' ৩৪০৭। মিশকাত-২২৩০

[3] - তিরমিযী ৩৩৭১, মু'জামুল আওসাত ৩১৯৬, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৬, য'ঈফ আল জামি' ৩০০৩। কারণ এর সানাদে ইবনু লাহী'আহ একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৩১

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট দো'আর চেয়ে কোন জিনিস অধিক মর্যাদা সম্পন্ন নেই।[4]

وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থ: সালমান আল ফারিসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দো'আ ছাড়া অন্য কিছুই তাক্বদীরের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং নেক 'আমাল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বাড়াতে পারে না।[5]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে দো'আ ঐ সব কিছুর জন্যই কল্যাণকামী, যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা এখনো সংঘটিত হয়নি। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দু'আ করাকে নিজের জন্য খুবই জরুরী মনে করবে বা যত্নবান হবে।[6] ইমাম আহমদ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।[7]

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থ: হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কোন

[4] - হাসান: তিরমিযী ৩৩৭০, ইবনু মাজাহ ৩৭২৯, আহমাদ ৮৭৪৮, মু'জামুল আওসাত ৩৭০৬, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৮০১, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩, শু'আবুল ঈমান ১০৭১, ইবনু হিব্বান ৮৭০, আল আদাবুল মুফরাদ ৭২২/৫৫২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৯। মিশকাত-২২৩২

[5] - হাসান লিগায়রিহী: তিরমিযী ২১৩৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬১২৮, সহীহাহ্ ১৫৪, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৯, সহীহ আল জামি' ৭৬৮৭। মিশকাত-২২৩৩

[6] - হাসান লিগয়রিহী: তিরমিযী ৩৫৪৭, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৮১৫, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৪, সহীহ আল জামি' ৩৪০৯। মিশকাত-২২৩৪

[7] - আহমাদ ২২০৪৪, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ২০১, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৪, য'ঈফ আল জামি' ৪৭৮৫। কারণ এর সানাদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। শাহর ইবনু হাওশাব মু'আয ইবনু জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেননি। মিশকাত-২২৩৫

দো'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার হয়ত ওই দো'আ কবুল করেন অথবা এরূপ কোন বিপদকে তার ওপর থেকে দূরে সরিয়ে দেন, যতক্ষণ না সে কোন গুনাহর অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের জন্য দো'আ করে। [8]

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

অর্থ: হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো। কেননা আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করাকে পছন্দ করেন। আর 'ইবাদাতের (দো'আ) সর্বোত্তম দিক হলো স্বচ্ছলতার অপেক্ষা করা। [9]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা (দো'আ) করে না, আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত হন। [10]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا يَعْنِيْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দো'আর দরজা খোলা, তার জন্য রহমতের দরজাও খোলা, আর আল্লাহর নিকট কুশল ও নিরাপত্তা কামনা করা ব্যতীত আর কোন কিছু কামনা করা এত প্রিয় নয়। [11]

---

[৮] - হাসান: তিরমিযী ৩৩৮১, আহমাদ ১৪৮৭৯, মু'জামুল আওসাত লিত্ ত্বারানী ৩৭৭২, সহীহ আল জামি' ৫৬৭৮। মিশকাত-২২৩৬

[৯] - তিরমিযী ৩৫৭১, মু'জামুল কাবীর লিত্ ত্বারানী ১০০৮৮, শু'আবুল ঈমান ১০৮৬, য'ঈফাহ্ ৪৯২, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৫, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৮। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ বিন ওয়াকিদ মাহফূয রাবী নয়। মিশকাত-২২৩৭

[১০] - সহীহ: তিরমিযী ৩৩৭৩, সহীহ আল জামি' ২৪১৮, আহমাদ ৯৭০১, মু'জামুল আওসাত লিত্ ত্বারানী ২৪৩১, সহীহাহ্ ২৬৫৪, সহীহ আল জামি' ২৪১৮, শু'আবুল ঈমান ১০৬৫। মিশকাত-২২৩৮

[১১] -তিরমিযী ৩৫৪৮, য'ঈফ আত্ তারগীব ১০১৩, য'ঈফ আল জামি' ৫৭২০। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকর আল কুরাশী স্মৃতিশক্তিগত ত্রুটির কারণে একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৩৯

২. দো'আ অহংকার থেকে দূরে রাখে

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

তরজমা: তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা কর আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব। যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত হতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। [সূরা আল-মুমিন, আয়াত-৬০]

এ আয়াতে প্রমাণিত হল, যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেনা তারা অহংকারী। অতএব প্রার্থনা করলে অহংকার থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

ইমাম শাওকানী বলেন, এ আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দো'আ অন্যতম ইবাদত। আর এটা পরিহার করা আল্লাহর সঙ্গে অহংকার করার নামান্তর। এ অহংকারের চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো অহংকার হতে পারে না। কিভাবে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অহংকার করতে? যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সব ধরনের জীবনোপকরণ দিয়েছেন, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং ভাল-মন্দের প্রতিদান দিয়ে থাকেন তাঁর সাথে অহংকার? [12]

৩. দো'আ কখনো বৃথা যায় না

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ» [13]

---

[১২] -তুহফাতুয যাকিরীন: আশ-শাওকানী

[১৩] - مسند احمد:ج٣/ص١٨ ح١١١٤٩ و البزار (٣١٤٤ (وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١/١٠، و من طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٣٧) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٤٩٣/١ والبيهقي في "الشعب" (١١٣٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥ من
مسند احمد:ج٣/ص١٨ ح١١١٤٩ و البزار (٣١٤٤ (وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١/١٠، و من طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٣٧) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٤٩٣/١ والبيهقي في "الشعب" (١١٣٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥ من طريق أبي أسامة .
وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات ص ٤٧٣ و أبو يعلى في مسنده (١٠١٩) ،وأبو الفضل الزهري (٢١١) وابن شاهين في الترغيب (١٤٣) وأبو نعيم في "الحلية" ٣١١/٦، وابن عبد البر في "التمهيد"٣٣٤/٥-٣٤٤ ، والمزي في "تهذيب الكمال" ٧٥/٢١ من طريق شيبان بن فروخ . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣١٢/٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥-٣٤٥ من طريق جعفر بن سليمان.

অর্থ: হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কোনো মু'মিন ব্যক্তি দোআ' করে, যে দো'আয় কোনো পাপ থাকে না ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে তার দো'আ অবশ্যই কবুল করে নেন। যে দো'আ সে করেছে হুবহু সেভাবে তা কবুল করেন অথবা তার দো'আর প্রতিদান আখেরাতের জন্য সংরক্ষণ করেন কিংবা এ দো'আর মাধ্যমে তার ওপর আগত কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, আমরা তাহলে অধিক পরিমাণে দো'আ করতে থাকবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: তোমরা যত প্রার্থনাই করবে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি কবুল করতে পারেন।[14]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে কোনো ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির দো'আ কখনো বৃথা যায় না।

দো'আ ও মুনাজাতের আদব

আপনি দেখবেন কোন মানুষ যখন কারো কাছে কিছু চায় তখন আদব-কায়দা বা শিষ্টাচারের সঙ্গেই তা চায়। সে নিজের কথা সুন্দর করে উপস্থাপনকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করে। এমনিভাবে দরখাস্ত যত গুরুত্বপূর্ণ হয় তার আদব ও উপস্থাপনা ততই সুন্দর ও মার্জিত করা হয়। এ সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য একটাই থাকে। তা'হল সে যা আবেদন করেছে তা যেন পায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের চেয়ে এমন বড় সত্তা কে আছে যার কাছে আদব-কায়দা ও পূর্ণ শিষ্টাচারসহ প্রার্থনা করা যেতে পারে?

অপরদিকে দো'আ-মুনাজাত যখন সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত তখন অবশ্যই এটা আদায় করতে তার যত বিধি-বিধান, শর্তাবলী, নিয়ম-কানুন, শিষ্টাচার আছে, তার সবই পালন করতে হবে। লক্ষ্য থাকবে যে, আমার এ প্রার্থনা যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয়।

প্রার্থনার একটি শর্ত হল, এটা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ও তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। আল্লাহর সঙ্গে দো'আর সময় অন্য কোনো কিছুকে অংশীদার

[14] - সহীহ: মুসনাদে আহমদ ৩/১৮, হা- ১১১৪৯, বুখারী: আল-আদাবুল মুফরাদ, হা-৭১০, মুসতাদরাক, ১/৪৯৩, বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হা- ১১৩০/১০৯০ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৭০, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৩, মিশকাত-২২৫৯।

করা যাবে না। যেমন করে থাকে খ্রিস্টান ও মুশরিকরা। তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে যেয়ে যিশু ও অন্যান্য দেব-দেবীকে আহ্বান করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا অর্থাৎ: "এবং এ মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডাকবে না।" [সূরা আল-জিন, আয়াত-১৮]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন-

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. (سورة الأنعام: ٤٠)

তরজমা: "বলুন, তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের ওপর আপতিত হলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? [আল-আনআম: ৪০]

যখন বিপদকালে আমরা তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকি না তখন নিরাপদ সময়ে তাকে ছাড়া অন্যকে ডাকব কেন, বিপদের সময় যিনি একাই সাহায্য করতে পারেন তিনি কি অন্য সময় একা সাহায্য করতে পারেন না? তাহলে তখন কেন তার সঙ্গে অন্যকে শরীক করা হবে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ: "আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা। [সূরা আল-আরাফ, আয়াত-১৯৪]

আল্লাহ আরো বলেন-

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ

অর্থাৎ: "আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদের সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেদেরও নয়।" [সূরা আল-আরাফ, আয়াত-১৯৭]

এ সকল আয়াতে 'আল্লাহ ব্যতীত' কথাটি দ্বারা ওই সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। হোক তা গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-সূর্য, আগুন, পানি, দেব-দেবী ও প্রতিমা ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নসীহত করেছিলেন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ

فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

অর্থাৎ: "হে খোকা! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দেব: আল্লাহকে হেফাযত কর আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহকে হেফাযত কর, তুমি তাকে সামনে পাবে। যখন প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করবে। যখন সাহায্য কামনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাবে। জেনে রাখ! পুরো জাতি যদি তোমাকে উপকার করতে একত্র হয় তবুও তোমার কোন উপকার করতে পারবে না, তবে আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন। এমনিভাবে পুরো জাতি যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্র হয় তবুও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তবে আল্লাহ যা তোমার বিপক্ষে লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর দফতর শুকিয়ে গেছে।[15]

প্রার্থনাকারীকে রিয়া অর্থাৎ লোকদেখানো ভাবনা ও সুম্'আহ্ অর্থাৎ সমাজে প্রচার ভাবনা থেকে সর্বদা মুক্ত থাকতে হবে। দো'আ নিবেদন হতে হবে কেবলই আল্লাহর উদ্দেশ্যে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেই দিয়েছেন:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي-صلى الله عليه وسلم "-:مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ"

"যে মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করল আল্লাহ তা মানুষকে শুনিয়ে দেবেন। আর যে মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করল আল্লাহ তা মানুষকে দেখিয়ে দেবেন। (ফলে সে আল্লাহর কাছে এর কোনো বিনিময় পাবে না।)[16]

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[15] - তিরমিযী-২৫১৬
[16] - বুখারী-৬৪৯৯

দো'আ কবূলের অন্তরায়সমূহ

১. হারাম খাদ্য, হারাম বস্ত্র ও হারাম পানীয়

মানুষের খাদ্য-পানীয় যেমন শরীর গঠনে ভূমিকা রাখে তেমনি প্রাণ ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা আছে। খারাপ-পঁচা খাবার যেমন শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ এবং খাবারও আত্মা এবং প্রাণের ক্ষতি সাধন করে। সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখল, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত প্রভৃতি অবৈধ পন্থতিতে অর্জিত খাবার খেয়ে বা পোশাক পরে দো'আ করলে তা আল্লাহর কাছে কবূল হয় না।

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ سورة المؤمنون آية ٥١، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (سورة البقرة آية ١٧٢) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ." [17]

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে মানব সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি এ ব্যাপারে মু'মিনদের সে নির্দেশই দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সম্মানিত রাসূলদেরকে। তিনি বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। তিনি (মু'মিনদের উদ্দেশে) বলেন, হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর।' এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা বললেন, যে দীর্ঘ সফর করে মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে এবং পদযুগল ধুলায় ধুসরিত করেছে অতঃপর আকাশের দিকে হাত তুলে দো'আ করে, 'হে রব! হে রব! কিন্তু তার

[17] - صحيح مسلم « كِتَاب الزَّكَاةِ « بَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ... رقم الحديث: ١٦٩٢

খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার শরীর গঠিত হয়েছে হারাম দিয়ে, কিভাবে তার দো'আ কবূল করা হবে?' (18)

এ হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে হারাম খাদ্য খায়, হারাম পন্থায় উপার্জন করে, হারাম উপার্জনের কাপড় পরে তার দো'আ কবূল হতে পারে না। সে যত বড় লম্বা সফর করুক এবং দো'আ কবূলের যত অনুকূল পরিবেশে থাকুক না কেন।

২. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ বর্জন করা

প্রতিটি মুসলিমের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত দায়িত্ব হল-সমাজে সে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। যদি এ দায়িত্ব পালন করা না হয় তবে দো'আ কবূল করা হবে না।

হাদীসে শরীফে এসেছে-

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ " (١٩)

অর্থ: হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে; অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের প্রতি শাস্তি নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা দো'আ করবে কিন্তু তিনি তা কবুল করবেন না।(20)

৩.দো'আ কবুলে তাড়াহুড়া করা

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ "، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا

১৮ - মুসলিম ১০০/৭, হা-১৬৯২

١٩ - أخرجه الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،، باب ما جاء في الأمر بالمعروف (٤٦٨/٤)، رقم: (٢١٦٩)

২০ - তিরমিযী-২১৬৯

الِاسْتِعْجَالُ ؟، قَالَ يَقُولُ: " قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ " (٢١)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "বান্দার দো'আ সর্বদা কবূল করা হয় যদি সে দো'আয় পাপ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা না বলে এবং তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হল হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, দো'আয় তাড়াহুড়া হল, প্রার্থনাকারী বলে আমিতো দো'আ করলাম কিন্তু কবূল হতে দেখলাম না। ফলে সে নিরাশ হয় ও দো'আ করা ছেড়ে দেয়। (22)

দো'আয় এ ধরনের ত্বরা করা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

তিনি বলেন-

وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

অর্থ: "আর মানুষ অকল্যাণের দো'আ করে; যেভাবে সে কল্যাণের দো'আ করে; তবে মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়। [সূরা আল ইসরা, আয়াত-১১]

তবে দো'আর ভিতরে এ কথা বলা নিষেধ নয় যে, হে আল্লাহ, এটা আমাকে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। দো'আতে ত্বরা করার অর্থ হল দো'আ করে কেন এখনো দো'আ কবূল হলো না এমন ভাবনা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে দো'আ করা ছেড়ে দেয়া।

৪. অন্তরের উদাসীনতা

মুখে দো'আ করে আর যদি দো'আর প্রতি অন্তর উদাসীন থাকে তাহলে দো'আ কবুল হয় না। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ (٢٣)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "প্রার্থনা কবূল হবে এ দৃঢ়

٢١ - صحيح مسلم « كِتَاب الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ « ... بَاب بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ... رقم الحديث: ٤٩٢٤ صحيح البخاري « كتاب الدعوات « باب يستجاب للعبد ما لم يعجل .رقم الحديث: 5981-5981صحيح البخاري « كتاب الدعوات « باب يستجاب للعبد ما لم يعجل رقم الحديث

২২ - সহীহ: মুসলিম, হা-৪৯২৪, ২৭৩৩ বুখারী, ৫৯৮১, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী ৬৪৩১, সহীহ আল জামি' ৬২৩৫। মিশকাত-২২২৮

٢٣ - روى الترمذي (٣٤٧٩) ، والحاكم (١٨١٧) وغيرهما

বিশ্বাস রেখে তোমরা দো'আ করবে এবং জেনে রেখ আল্লাহ কোনো উদাসীন অন্তরের প্রার্থনা কবূল করেন না।"[24]

অতএব, দো'আয় যা কিছু বলা হবে তার প্রতি অন্তরের একনিষ্ঠ ভাব থাকতে হবে। মুখে যা বলা হল, মন তার কিছুই বুঝল না। আবার অন্তর বুঝল ঠিকই, কিন্তু তার কথার প্রতি একাগ্রতা ছিল না, মনে ছিল অন্য চিন্তা-ভাবনা। তাহলে এ দো'আকে বলা হবে উদাসীন অন্তরের প্রার্থনা, যা আল্লাহ কবুল করেন না।

৫. ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ ধরনের দুর্বলতা দো'আ কবূলের অন্তরায়

যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ يَدعونَ اللهَ عزَّ وجلَّ فلا يُستجابُ لهُمْ: رجلٌ كانتْ تحتَهُ امرأةٌ سيِّئةُ الخُلُقِ فلَمْ يُطلِّقْها، ورجلٌ كان لهُ على رجُلٍ مالٌ فلَمْ يُشْهِدْ عليْهِ ورجُلٌ آتى سفيهًا مالَهُ؛ و قال اللهُ تعالَى: (ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمْ [النساء:٥][25]

অর্থ: তিন ব্যক্তি এমন যে তাদের দো'আ কবূল করা হয় নাঃ **এক.** যে ব্যক্তির অধীনে দুশ্চরিত্র নারী আছে কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না, **দুই.** যে ব্যক্তি অন্য লোকের কাছে তার পাওনা আছে; কিন্তু সে তার স্বাক্ষী রাখেনি। **তিন.** যে ব্যক্তি নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ বলেন, তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের সম্পদ দিও না।'[26]

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[24] - হাসান লিগয়রিহী: তিরমিযী,হা-৩৪৭৯, আল মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ৫১০৯, মুসতারাক লিল হাকিম হা-১৮১৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৮২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৫৩, সহীহ আল জামি' ২৪৫। মিশকাত-২২৪১

[25] - اخرجه الحاكم (٣١٨١)، والبيهقي (٢٠٥١٧)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه،

[26] - হাকেম, হা-৩১৮১, বায়হাক্বী, হা-২০৫১৭

দো'আর আদবের বিবরণ

১. দো'আ করার সময় তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে দো'আ করা

যদি আল্লাহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকে এবং তাঁর কুদরত, মহত্ব, ওয়াদা পালনের প্রতি ঈমান থাকে তাহলে এ বিষয়টা আয়ত্ব করা সহজ হবে। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ "[27]

অর্থ: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দো'আ করে, সে যেন দৃঢ়তার সাথে প্রার্থনা করে। সে যেন একথা না বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি চাইলে আমাকে দাও! কারণ, আল্লাহকে বাধ্যকারী কেউ নেই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ صَانِعٌ مَا شَاءَ لَا مُكْرِهَ لَهُ .[28]

অর্থ: "তোমাদের কেউ এ রকম বলবে না, 'হে আল্লাহ আপনি যদি চান তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন। যদি আপনি চান তাহলে আমাকে অনুগ্রহ করুন। যদি আপনি চান তাহলে আমাকে জীবিকা দান করুন' বরং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করবে এবং মনে রাখবে তিনি যা চান তা-ই করেন, তাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।[29]

অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা-ই করে থাকেন। তাই এভাবে প্রার্থনা বা মুনাজাত করার কোনো স্বার্থকতা নেই যে, আপনি চাইলে কবূল করুন। ঠিক এমনিভাবে তাঁর কাছে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রার্থনা করলে তাঁকে বাধ্য করা হয় না।

[27] - رواه البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم ٢٦٧٨

[28] - رواه البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم ٢٦٧٩ .

[29] - সহীহ: (বুখারী, হা- ৬৩৩৮, ৬৩৩৯। মুসলিম, হা-২৬৭৮,২৬৭৯, আবূ দাউদ ১৪৮৩, তিরমিযী ৩৪৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৪, মুয়াত্ত্বা মালিক ৭২২, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৬৩, আহমাদ ৮২৩৭, মু'জামুস্ সগীর লিত্ব ত্বারানী ১৭০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৯৭৭, সহীহ আল জামি' ৭৭৬৩। মিশকাত-২২২৫

কেননা তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না। এটা প্রার্থনাকারীসহ সকলে জানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. (٣٠)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "প্রার্থনা কবূল হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তোমরা দো'আ করবে এবং জেনে রেখ আল্লাহ কোনো উদাসীন অন্তরের প্রার্থনা কবূল করেন না।" (31)

২. বিনয় ও একাগ্রতার সঙ্গে দো'আ করা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ ও তার শাস্তি থেকে বাঁচার প্রবল আগ্রহ নিয়ে দো'আ করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দো'আ করো।"

[সূরা আল-আরাফ, আয়াত- ৫৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

তরজমা: "তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করে ও তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে আশা ও ভীতির সঙ্গে এবং তারা থাকে আমার নিকট বিনীত। [সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ৯০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর সময় বিনয়, ভীতি ও আশা নিয়ে কিভাবে দো'আ করতেন তার একটি দৃষ্টান্ত এ হাদীসে দেখা যায়:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) الْآيَةَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي. وَبَكَى. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ. فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَأَلَه فَأَخْبَرَه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٣٠- روى الترمذي (٣٤٧٩)، والحاكم (١٨١٧) وغيرهما

٣١ - হাসান লিগয়রিহী: তিরমিযী,হা-৩৪৭৯, আল মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বারানী ৫১০৯, মুসতাদরাক লিল হাকিম হা-১৮১৭, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩৮২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৫৩, সহীহ আল জামি' ২৪৫। মিশকাত-২২৪১

وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ. فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ (٣٢)

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ সম্পর্কে কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত।' এবং তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দো'আ সম্পর্কিত কোরআনের এ আয়াতটিও তেলাওয়াত করলেন, 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' তিনি দু'হাত উপরে তুললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!' এবং তিনি কাঁদলেন। আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল! তুমি আমর প্রিয় মাহবুব মুহাম্মাদ মোস্তফার কাছে যাও, জিজ্ঞেস কর-অবশ্য তোমার রব খুব ভাল জানেন- তাকে কিসে কাঁদিয়েছে। জিবরীল আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন তার কাঁদার কারণ -আল্লাহ তো অবশ্যই জানেন। আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল, তুমি আমর প্রিয় মাহবুব মুহাম্মদ মোস্তফার কাছে যাও এবং বল, আমি অবশ্যই তাঁর উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করব, তাঁকে এ ব্যাপারে অসম্মান করব না।' (33)

৩. আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে ধর্ণা দেয়া এবং নিজের দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও বিপদের কথা আল্লাহর কাছে প্রকাশ করা

দেখুন হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম কিভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ সে সম্পর্কে বলেন-

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

তরজমা: "এবং স্মরণ করুন হে হাবীব! আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' [সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৮৩]

٣٢- رواه مسلم ٢٠٢

٣٣ - মুসলিম, হা-২০২

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোআ' সম্পর্কে বলেন-

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا.

তরজমা: "সে বলেছিল, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক (চুল) সাদা হয়ে গেছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাছে প্রার্থনা করে আমি কখনো ব্যর্থকাম হইনি। আমি আশংকা করি আমার পর আমার সগোত্রীয়দের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে দান কর উত্তরাধিকারী। [সূরা মারইয়াম, আয়াত- ৪-৫]

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ.

তরজমা: "হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিয্ক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত-৩৭]

কোরআন কারীমে এ ধরনের বহু আয়াত আছে যাতে তুলে ধরা হয়েছে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম কিভাবে কাতরতা ও বিনয়ের সঙ্গে নিজেদের অবস্থা আল্লাহর কাছে তুলে ধরেছেন। মু'মিনদের কর্তব্য ঠিক এমনিভাবে আল্লাহর কাছে দো'আ ও প্রার্থনা করা।

৪. দো'আয় আল্লাহর হামদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পেশ করা

দো'আর শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়া দো'আ কবূলের সহায়ক বলে হাদীসে এসেছে।

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه

وسلم، فَقَالَ :عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ،

অর্থ: ফাদ্বালা ইবনে উবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি দো'আ করছে কিন্তু সে দো'আয় আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, সে তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর সে আবার প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অথবা অন্যকে বললেন, যখন তোমাদের কেউ দো'আ করে তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তাঁর গুণগান দিয়ে দো'আ শুরু করে। অতঃপর রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠ করে। এরপর যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।[34]

৫. আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর মহৎ গুণাবলী দ্বারা দো'আ করা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন- وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا "আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাকে ওইসব নাম দিয়ে প্রার্থনা করবে। [সূরা আ'রাফ, আয়াত- ১৮০]

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলীর মাধ্যমে দো'আ করার কথা আল-কুরআনে ও হাদীসে বহু স্থানে এসেছে। যেমন ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থ: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন তাহাজ্জুদ পড়তে দাঁড়াতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ আপনারই জন্য সকল প্রশংসা, আসমানসমূহ ও যমীন ও সেগুলোতে যা কিছু আছে আপনি সে সবের জ্যোতি।

[34] - (আবু দাউদ, হা-১৪৮১ ও তিরমিযী, হা-৩৪৭৭)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আপনারই প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী ও যমীন এবং সেগুলোতে যা কিছু আছে আপনি সে সবের ধারক। আপনারই প্রশংসা, আপনি সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার কথা সত্য, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, ক্বিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, হযরত মুহাম্মদ সত্য। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আপনার ওপরই নির্ভর করেছি। আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনার দিকে ফিরে এসেছি। আপনার জন্য বাদানুবাদ করেছি। আপনাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব আপনি আমার (উম্মতের) পূর্ব ও পরের, গোপন ও প্রকাশ্যের পাপগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনি শুরু, আপনি শেষ। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।(35)

এ হাদীসে দেখা গেল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর শুরুতে আল্লাহর গুণগান করছেন। আল্লাহর সুন্দর নামগুলো উল্লেখ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন শুনলেন এক ব্যক্তি সালাতে আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠকে এ বলে দো'আ করছে-

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ: فَقَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ» ثَلَاثًا (٣٦)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি- হে আল্লাহ্ যিনি, ওই স্বাধিষ্ঠ, অদ্বিতীয়, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ- আপনি আমার পাপগুলো ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি পরম ক্ষমাশীল, দয়াময়। এ প্রার্থনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে! তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (তিনবার বলেছেন)(37)

উল্লেখিত ব্যক্তি আল্লাহর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে দো'আ করার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ কবুলের সংবাদ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন সে এ বলে দো'আ করছে

---

৩৫ - বুখারী, হা- ৬৩১৭ ও মুসলিম, হা-৭৬৯

٣٦- أخرجه النسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم ١٣٠١، واللفظ له، والنسائي في الكبرى، برقم ٧٦٦٥، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، برقم ٩٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ١٤٧ .مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (٣٣٨/٤)

৩৭ - (আবু দাউদ, হা-৯৮৫, নাসায়ী, হা-১৩০১ ও আহমদ- ৪/৩৩৮)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا - يَعْنِي - وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ وَتَشَهَّدَ دَعَا، فَقَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ،فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «تَدْرُونَ بِمَا دَعَا؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. (٣٨)

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি -এ কথার উসীলায় যে, সকল প্রশংসা আপনার, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি দানশীল, আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, হে মহিমময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব ও সবাইকে প্রতিষ্ঠাকারী, আপনার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং মুক্তি চাচ্ছি জাহান্নাম থেকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রার্থনা শুনে তার সাহাবীদের বললেন, "তোমরা কি জানো, সে কি দিয়ে দো'আ করেছে?" তাঁরা বললেন, "আল্লাহ ও তার রাসূল ভাল জানেন।" তিনি বললেন, "তাঁরই শপথ, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, সে আল্লাহর মহান নাম দিয়ে দো'আ করেছে। যে ব্যক্তি এ নামের মাধ্যমে দো'আ করবে তার দো'আ তিনি কবুল করবেন। (অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, 'ইসমে আ'যম দিয়ে দো'আ করেছে)(39)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ

অর্থাৎ: হযরত ইউনুছ আলাইহিস সালামের প্রার্থনা -যখন তিনি মাছের পেটে ছিলেন-"তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।" যে কোনো মুসলিম এ কথা দিয়ে প্রার্থনা করবে তার প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করবেন।(40)

٣٨- ابو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، برقم ١٤٩٥، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم، برقم ٣٨٥٨، والنسائي، كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم ١٢٩٩، وفي السنن الكبرى له، ١/ ٣٨٦، ١٢٢٤، والترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا قتيبة، برقم ٣٥٤٤، وأحمد، ١٩/ ٢٣٨، برقم ١٢٢٠٥ ،وابن حبان، ٣/ ١٧٥، وابن أبي شيبة،272 /10 ، صحيح النسائي، ٢٧٩/١، وفي صحيح ابن ماجه، سنن النسائي - السهو (١٣٠٠ (سنن أبي داود - الصلاة(١٤٩٥ (

৩৯ - আবু দাউদ- ১৪৯৫, ইবনু মাজা-৩৮৫৮, নাসায়ী-১২৯৯, তিরমিযী-৩৫৪৪, আহমদ-১২২০৫

৪০ - তিরমিযী-৩৫০৫

৬. পাপ ও গুনাহ স্বীকার করে প্রার্থনা করা

যেমন হাদীস শরীফে এসেছে

عن شَدَّاد بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

অর্থ: হযরত শাদ্দাদ বিন আউস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, সেরা ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনার বাক্য) হল তুমি এভাবে বলবে-

"হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোনো মাবুদ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার বান্দা। তোমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ওপর আমি আমার সাধ্যমত অটল রয়েছি। আমি যা কিছু করেছি তার অপকারিতা হতে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি। আমার প্রতি তোমার যে নি'মাত তা স্বীকার করছি। আর স্বীকার করছি তোমার কাছে আমার অপরাধ। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।" তিনি বলেন, যে সকালে দৃঢ় বিশ্বাসে এটা পাঠ করবে সে যদি ওই দিনে সন্ধ্যার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে তাহলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সন্ধ্যায় পাঠ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে সে ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'(41)

এ হাদীসে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোত্তম ইস্তেগফার শিক্ষা দিয়েছেন। তাতে প্রার্থনাকারী নিজ পাপ স্বীকার করে প্রার্থনা করছেন এবং এ প্রার্থনা কবুল হওয়ার সুসংবাদও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

৪১ - বুখারী, হা-৬৩০৬

৭. প্রার্থনাকারী নিজের কল্যাণের দো'আ করবে নিজের বা কোনো মুসলিমের অনিষ্টের দো'আ করবে না

নিজের কল্যাণের জন্য দো'আ করলে তা কবুল হওয়ার ওয়াদা আছে আর অকল্যাণ বা পাপ নিয়ে আসতে পারে এমন দো'আ করলে তা কবুল হবে না বলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ». (٤٢)

অর্থ: হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: যখন কোনো মু'মিন ব্যক্তি দো'আ করে, যে দো'আয় কোনো পাপ থাকে না ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে তার দো'আ অবশ্যই কবুল করে নেনঃ যে দো'আ সে করেছে হুবহু সেভাবে তা কবুল করেন অথবা তার দো'আর প্রতিদান আখেরাতের জন্য সংরক্ষণ করেন কিংবা এ দোআ'র মাধ্যমে তার ওপর আগত কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, আমরা তাহলে অধিক পরিমাণে দো'আ করতে থাকবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- তোমরা যত প্রার্থনাই করবে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি কবুল করতে পারেন। (43)

তিনি আরো বলেন-

٤٢ - مسند احمد:ج٣/ص١٨ ح١١١٤٩ و البزار (٣١٤٤) (واخرجه ابن ابي شيبة ٢٠١/١٠، و من طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٣٧) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٤٩٣/١ والبيهقي في "الشعب" (١١٣٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥ من طريق أبي أسامة . وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات ص ٤٧٢ و ابو يعلى في مسنده (١٠١٩) ،وأبو الفضل الزهري (٢١١) وابن شاهين في الترغيب (١٤٣) وأبو نعيم في "الحلية" ٣١١/٦، وابن عبد البر في "التمهيد"٣٢٤/٥-٣٤٤ ، والمزي في "تهذيب الكمال" ٧٥/٢١ من طريق شيبان بن فروخ . وأخرجه ابو نعيم في "الحلية" ٣١٢/٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥-٣٤٥ من طريق جعفر بن سليمان

৪৩ - সহীহ: মুসনাদে আহমদ ৩/১৮, হা- ১১১৪৯, ১১১৩৩ বুখারী: আল-আদাবুল মুফরাদ, হা-৭১০, মুসতাদরাক, ১/৪৯৩, বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হা- ১১৩০/১০৯০ ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৭০, সহীহ্ আত্ তারগীব ১৬৩৩, মিশকাত-২২৫৯

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الاِسْتِعْجَالُ؟، قَالَ يَقُولُ: " قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ. " (٤٤)

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, বান্দার (প্রতিটি) দো'আ কবূল করা হয়, যে পর্যন্ত না সে গুনাহের কাজের জন্য অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য এবং তাড়াহুড়া করে দো'আ করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তাড়াহুড়া কি? তিনি বললেন, (দো'আ করে) এমনভাবে বলা যে, আমি (এই) দো'আ করেছি। আমি (তার জন্য) দো'আ করেছি। আমার দু'আ তো কবূল হতে দেখছি না। অতঃপর সে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়।(45)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন

لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ (٤٦)

অর্থ: তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে দো'আ করবে না, নিজেদের সন্তানদের বিরুদ্ধে দো'আ করবে না এবং নিজেদের সম্পদের বিরুদ্ধে দো'আ করবে না।...(47)

৮. সৎকাজের ওসীলা নিয়ে দো'আ করা

যেমন সহীহ হাদীসে বিপদগ্রস্ত তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা এক ঝড়-বৃষ্টির রাতে পাথর ধসে পড়ার কারণে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়েছিল। তারা তখন প্রত্যেকে নিজ নেক আমলের ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করেছিল। একজন মাতা-পিতার উত্তম সেবার কথা বলেছিল। দ্বিতীয়জন ব্যভিচারের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এ কাজ থেকে বিরত থেকেছিল। তৃতীয় জন এক ব্যক্তির আমানত রক্ষা ও তাকে ফেরত দিয়েছিল। এরা প্রত্যেকে বলেছিল, হে আল্লাহ আমি যদি এ কাজটি আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকি তাহলে এ কাজের ওসীলায়

---

٤٤ - رواه مسلم ٢٧٣٥

٤٥ - সহীহ: মুসলিম ২৭৩৫, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪২৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৮১, আল আদাবুল মুফরাদ ৬২৪, সহীহ আল জামি' ৭৭০৫। মিশকাত-২২২৭

٤٦ - رواه مسلم ٣٠٠٩

٤٧ - সহীহ: মুসলিম-৩০০৯, ৩০১৪, আবূ দাউদ ১৫৩২, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৫৪, সহীহ আল জামি' ১৫০০। মিশকাত-২২২৯

আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। আল্লাহ তিনজনের প্রার্থনাই কবুল করে তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।(48)

এ হাদীসে দেখা যায় যে, নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দো'আ করলে দো'আ কবুল হয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوُا الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوا إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً، فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَىْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ ". قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ. فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ، غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِي. فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ ". (٤٩)

অর্থ: 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় হতে এক খণ্ড পাথর গড়িয়ে পড়লে গুহায় মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে

---

٤٨ - বুখারী ও মুসলিম

٤٩ - صحيح البخاري « كتاب أحاديث الأنبياء « باب حديث الغار. رقم الحديث 3278

লাগল, তোমাদের সৎকার্যাবলীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর হতে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না। তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পছন্দ করিনি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের থেকে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমার এক চাচতো বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সঙ্গে সঙ্গত হতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) এল। আমি তাকে একশ' বিশ দীনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে, তাতে সে রাজী হল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙার অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সঙ্গত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ হতে ফিরে আসলাম এবং তাকে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়ে আছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরও একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম এবং তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও।

আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদ্রুপ করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদ্রুপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা হতে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ্! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।(50)

৯. বেশি বেশি করে ও বারবার দো'আ প্রার্থনা করা

যেমন হাদীসে এসেছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم» :إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ(٥١)

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন দো'আ করে সে যেন বেশি করে দো'আ করে কেননা সে তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে।(52)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الِاسْتِعْجَالُ؟، قَالَ يَقُولُ: " قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ " (٥٢)

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "বান্দার দো'আ সর্বদা কবূল করা হয় যদি সে দো'আয় পাপ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা না বলে এবং তাড়াহুড়া না করে। জিজ্ঞেস করা হল-হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়া বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, দো'আয় তাড়াহুড়া হল, প্রার্থনাকারী বলে

৫০ - বুখারী, ٣٢٧٨

٥١ - صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه [٨٨٩] قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، و انظر صحيح الجامع [٥٩١]، وبنحوه عن الطبراني في الأوسط برقم [٤٣٧([، أخرجه ابن حبان (٢٤٠٣ (

৫২ - ইবনু হিব্বান-৮৮৯, তুবরানী-৪৩৭

٥٣ - صحيح مسلم « كِتَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ « ... بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلدَّاعِي مَا لَمْ... رقم الحديث: ٤٩٢٤ صحيح البخاري « كتاب الدعوات « باب يستجاب للعبد ما لم يعجل .رقم الحديث:5981

আমিতো দো'আ করলাম, কিন্তু কবুল হতে দেখলাম না। ফলে সে নিরাশ হয় ও ক্লান্ত হয়ে দো'আ করা ছেড়ে দেয়।(54)

দো'আ কবুল হতে না দেখলে নিরাশ হওয়া উচিৎ নয়। কারণ মু'মিন ব্যক্তির দো'আ কখনো বৃথা যায় না।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدري، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا " قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ».(55)

অর্থ: হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যখন কোনো মু'মিন ব্যক্তি দো'আ করে, যে দো'আয় কোনো পাপ থাকে না ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে তার দো'আ অবশ্যই কবুল করে নেনঃ যে দো'আ সে করেছে হুবহু সেভাবে তা কবুল করেন অথবা তার দো'আর প্রতিদান আখিরাতের জন্য সংরক্ষণ করেন কিংবা এ দো'আর মাধ্যমে তার ওপর আগত কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন। এ কথা শুনে সাহাবীগণ বললেন, আমরা তাহলে অধিক পরিমাণে দো'আ করতে থাকবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা যত প্রার্থনাই করবে আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি কবুল করতে পারেন।(56)

এ হাদীসে যেমন দো'আ কখনো বৃথা যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি বেশি করে দো'আ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

---

৫৪ - মুসলিম, হা-৪৯২৪, বুখারী, ৫৯৮১

৫৫- مسند أحمد:ج٣/ص١٨ ح١١١٤٩ و البزار (٣١٤٤ (وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠١/١٠، و من طريقه عبد بن حميد في "المنتخب" (٩٣٧) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧١٠) ، والحاكم في "المستدرك" ٤٩٣/١ والبيهقي في "الشعب" (١١٣٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥ من طريق أبي أسامة . وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات ص ٤٧٣ و أبو يعلى في مسنده (١٠١٩) ،وأبو الفضل الزهري (٢١١) وابن شاهين في الترغيب (١٤٣) وأبو نعيم في "الحلية" ٣١١/٦، وابن عبد البر في "التمهيد"٣٣٤/٥-٣٤٤ ، والمزي في "تهذيب الكمال" ٧٥/٢١ من طريق شيبان بن فروخ . وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣١٢/٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣٤٤/٥-٣٤٥ من طريق جعفر بن سليمان

৫৫ - মুসনাদে আহমদ ৩/১৮, হা- ১১১৪৯, বুখারী: আল-আদাবুল মুফরাদ, হা-৭১০, মুসতাদরাক, ১/৪৯৩, বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হা- ১১৩০

১০. সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় দো'আ করা

মানুষ কখনো সুখের সময় অতিবাহিত করে কখনো দুঃখের সময়। অনেক মানুষ এমন আছে যারা শুধু বিপদে পড়ে আল্লাহকে ডাকেন ও প্রার্থনা করেন। আবার অনেকে এমন আছেন যারা বিপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকতে ভুলে যান। কিন্তু সত্যিকার মু'মিন ব্যক্তি সুখে ও দুঃখে সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكَرْبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ (٥٧)

অর্থ: "যে চায়, আল্লাহ বিপদ-মুসীবতে তার প্রার্থনা কবুল করুন সে যেন সুখের সময় আল্লাহর কাছে বেশি করে প্রার্থনা করে।(58)

১১. দোআ'র বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি পথ-নির্দেশ হল তিনি কোনো কোনো দোআ'র বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করতেন। যখন মুশরিকরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতাবস্থায় উটের নাড়ী-ভুড়ি তাঁর পিঠ মুবারকের ওপর রাখল তখন তিনি সালাত শেষ করে দো'আ করলেন এভাবে-

فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ"، ثُمَّ سَمَّى: "اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً

অর্থ: হে আল্লাহ! কোরাঈশদের তুমি পাকড়াও করো! হে আল্লাহ, কোরাঈশদের তুমি পাকড়াও করো!! হে আল্লাহ! কোরাঈশদের তুমি পাকড়াও করো! অতঃপর তিনি তাদের নাম উল্লেখ করলেন: হে আল্লাহ তুমি পাকড়াও কর আমর বিন হিশামকে, উতবা বিন রাবী'আকে, শাইবা বিন রবী'আকে, ওলীদ বিন উতবাকে, উমাইয়া বিন খালাফকে, উতবা বিন আবি মু'আত্ব এবং ওমারাহ্ বিন ওলীদকে।

৫৭- سنن الترمذي « كتاب الدعوات « باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة 3382 أخرجه الترمذي (٤٦٢/٥ ، رقم ٣٣٨٢) وقال: غريب . والحاكم (٧٢٩/١ ، رقم ١٩٩٧) وقال: صحيح الإسناد .

৫৮ - হাসান: তিরমিযী, হা-৩৩৮২ ও হাকেম, হা-১৯৯৭, সহীহাহ ৫৯৩, সহীহ আত্ তারগীব ১৬২৮, সহীহ আল জামি' ৬২৯০। মিশকাত-২২৪০

হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন এ সকল লোকের লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। অতঃপর এদের লাশগুলোকে টেনে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কূপবাসীদের ওপরও অভিশাপ অব্যাহত থাকবে। (59)

দো'আর বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করলে প্রার্থনাকারীর মনোযোগ ও একাগ্রতা বেশি হয়, যা দো'আ কবূলে সহায়ক হয়।

১২. দো'আয় অতি উচ্চস্বর পরিহার করা

অনেক মানুষকে দেখা যায় তারা দো'আ করার সময় কণ্ঠস্বরকে উঁচু করেন বা চিৎকার করে দো'আ করেন। এটা দো'আর আদবের পরিপন্থী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দো'আ কর; তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [সূরা আরাফ, আয়াত-৫৫]

এ আয়াতে গোপনে নীচু স্বরে দো'আ করতে বলা হয়েছে এবং দো'আয় সীমালংঘন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রায় সকল তাফসীরবিদের অভিমত হল এ আয়াতে সীমালংঘনকারী বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে, যারা অতি উচ্চ আওয়াযে দো'আ করে। আল্লাহ তা'আলা নবী হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের প্রশংসায় বলেছেন, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا "যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেছিল নিভৃতে।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত-৩]

এ আয়াতে গোপনে দো'আ করতে বলা হয়েছে এবং দো'আয় সীমালংঘন থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا

অর্থাৎ "হে মানবসকল! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। তোমরাতো ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটে এবং তোমাদেরই সঙ্গে। (60)

যখন একদল সাহাবী অতি উচ্চ আওয়াযে দো'আ করছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন।

---

৫৯ - বুখারী, হা-৫২০, মুসলিম-১৭৯৪

৬০ - বুখারী, হা-৬০২১ ও মুসলিম, হা- ২৭০৪

صحيح البخاري « كتاب الدعوات « باب الدعاء إذا علا عقبة. 6021 ومسلم ٢٧٠٤

১৩. দো'আ-প্রার্থনার পূর্বে ওযূ করা

হযরত আবূ মুসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ»: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ -«وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ-، فَقَالَ»: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ«(٦١)

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আ করতে ইচ্ছা করলেন তখন পানি চাইলেন, ওযূ করলেন অতঃপর দু'হাত তুলে বললেন: 'হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামতে তাকে অনেক মানুষের উপরে স্থান দিও। আমি বললাম আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েসের পাপ ক্ষমা কর ও তাকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। (62)

এ হাদীস শরীফে দেখা গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করার পূর্বে ওযূ করে নিলেন। ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীস দ্বারা আমরা জানলাম যে, দো'আ করার পূর্বে ওযূ করে নেয়া মুস্তাহাব। (63)

১৪. দো'আয় দুহাত উত্তোলন করা

যেমন হাদীস শরীফ এসেছে-

فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ

অর্থ: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত মুবারক তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে আমি সে ব্যাপারে তোমার কাছে দায়িত্বমুক্ত।' দু'বার বললেন। (64)

হযরত ইবনে ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ». وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ،

٦١- البخاري[6383] ، ومسلم [٢٤٩٨]، وابن حبان في صحيحه [٧١٩٨])،

৬২ - বুখারী, হা-৬৩৮৩, মুসলিম, হা-২৪৯৮, ইবনু হিব্বান, হা-৭১৯৮

৬৩ - ফাতহুল বারী

৬৪ - বুখারী, হা-৪৩৩৯

হযরত আবূ মূসা আশয়ারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, অত:পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত মুবারক তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ওবায়দ আবি আমেরকে ক্ষমা করে দিও। তিনি এতটা হাত তুললেন যে আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম।[65]

১৫. কিবলামুখী হওয়া

দোআ'র সময় কখনও কখনও কিবলামুখী হওয়া মুস্তাহাব, আবশ্যক নয়। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ , فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ[66]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার দিকে মুখ করলেন এবং কতিপয় কোরাইশ নেতার বিরুদ্ধে দো'আ করলেন।[67]

১৬. কিবলামুখী না হয়েও দো'আ করা যায়

যেমন হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে-

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَشَرِيكٍ، سَمِعَا أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

অর্থ: দো'আর সময় দু' হাত উঠানো। হযরত আবূ মুসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'খানা হাত মুবারক এতটুকু তুলে দো'আ করতেন যে, আমি তাঁর বগল শরীফের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[65] - বুখারী, হা- ৬৩২৩, মুসলিম, হা-২৪৮৯, আহমদ ৪/৩৯৯

[66] - صحيح البخاري « كِتَاب الْمَغَازِي « بَاب دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... رقم الحديث: ٣٦٩٠

[67] - বুখারী-৩৯৬০ ও মুসলিম-১৭৯৪

দু'খানা হাত মুবারক তুলে দো'আ করেছেন, ইয়া আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছি।

অন্য এক সূত্রে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত মুবারক এতটুকু তুলে দো'আ করেছেন যে, আমি তাঁর বগল শরীফের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।[68]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " ، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ، قَالَ شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي

অর্থ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে খুতবা দিচ্ছিলেন। এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাদের উপর বৃষ্টির জন্য দো'আ করুন। (তিনি দোআ' করলেন) তখনই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং এমন বৃষ্টি হল যে, মানুষ আপন ঘরে পৌছতে পারলো না এবং পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী জুমু'আর দিনে সেই ব্যাক্তি অথবা অন্য এক ব্যাক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাদের উপর থেকে মেঘ সরিয়ে নেন। আমরা তো ডুবে গেলাম। তখন তিনি দো'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদের আশে-পাশে বর্ষণ করুন। আমাদের উপর (আর) বর্ষণ করবেন না। তখন মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে আশে-পাশে ছড়িয়ে পড়লো। মদিনাবাসীর উপর আর বৃষ্টি হলো না।[69]

[68] - বুখারী, হা-৪৩৩৯

[69] - বুখারী, ২৬৩৬. পরিচ্ছেদঃ باب رَفْعِ الأَيْدِي فِي الدُّعَاءِ হা-৫৯০২।

প্রার্থনাকারী যা থেকে দূরে থাকবেন

১. নিজের মৃত্যু কামনা করে দো'আ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

أَنس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي رواه السبعة إلا أبا داود .وفي مسند أبي يعلى :اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي

অর্থ: "বিপদ-মুসীবতের কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি এ সম্পর্কে কোনো দো'আ করতেই হয় তবে বলবে: হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয় ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।"[70]

হাদীস শরীফ আরো এসেছে-

عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ" لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ "

অর্থ: "কায়স থেকে বর্ণিত যে, আমরা খাব্বাব ইবনুল আরতের অসুস্থতা দেখার জন্য গিয়েছিলাম। তাকে সাতটি ছেকা দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করতাম।[71]

২. আখিরাতের শাস্তি দুনিয়াতে কামনা করা যাবে না

এ বলে দো'আ করা যাবে না যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার এ অপরাধের শাস্তি আখিরাতে না দিয়ে দুনিয়াতে দিয়ে দাও।

হাদীস শরীফে এসেছে-

[70] - বুখারী-৫৬৭১, মুসলিম-২৬৮২

[71] - বুখারী-৬৪৩৩ ও মুসলিম-২৬৮১ صحيح البخاري « كِتَاب الدَّعَوَاتِ بَاب الدُّعَاءِ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ رقم « الحديث: ٥٩٠٠

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ أَفَلَا قُلْتَ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ

অর্থ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলমানের অসুস্থতা দেখার জন্য আসলেন। লোকটি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো দো'আ করেছিলে বা কিছু চেয়েছিলে?' সে বলল, হাঁ, আমি দো'আ করতাম- 'হে আল্লাহ! আপনি যদি আখেরাতে আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে দুনিয়াতেই আমাকে শাস্তি দিয়ে দিন।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তা সহ্য করতে পারবে না; বরং তুমি এ রকম প্রার্থনা কেন করলে না যে, 'হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং কল্যাণ দাও আখেরাতে, আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের মুক্ত রাখো।' এরপর সে আল্লাহর কাছে এ দো'আ করল। ফলে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন।[72]

৩. আল্লাহর রহমতকে সীমিত করার প্রার্থনা করা যাবে না

এমন প্রার্থনা করা যে, 'হে আল্লাহ আমার শষ্যক্ষেত্রে আপনি বরকত দিন অন্য কাউকে নয়। আমার সন্তানদের মানুষ করে দিন অন্যদের নয়। আমাকে রিযিক দেন অন্যকে নয়। এমন ধরনের দো'আ করা নিষেধ।

যেমন হাদীস শরীপে এসেছে

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: «لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا» يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ [73]

[72] - مسلم-٢٦٨٨

[73] - صحيح البخاري « كتاب الأدب « باب رحمة الناس والبهائم 5664 صحيح مسلم - الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٠٦ (سنن الترمذي - الدعوات (٣٤٨٥ (سنن النسائي - الاستعاذة (٥٤٤٨ (سنن أبي داود - الصلاة (١٥٤٠ (مسند أحمد - باقي مسند المكثرين (١١٧/٣ (

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আমরা সালাতে দাঁড়ালাম। সালাতের মধ্যে এক গ্রাম্য ব্যক্তি এ বলে দো'আ করলো, হে আল্লাহ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ এর প্রতিও। আমাদের মধ্যে অন্য কাউকে অনুগ্রহ করবেন না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাম ফিরালেন তখন ওই গ্রাম্য ব্যক্তিকে বললেন, 'যা ব্যাপক, তাকে তুমি সীমিত করে দিলে।' [74]

৪. নিজের, পরিবারের বা সম্পদের বিরুদ্ধে দো'আ করা যাবে না

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন-

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ [75]

তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে দো'আ করবে না, নিজেদের সন্তানদের বিরুদ্ধে দো'আ করবে না এবং নিজেদের সম্পদের বিরুদ্ধে দোআ' করবে না।[76]

দো'আ কবূলের অনুকূল অবস্থা ও সময়

কিছু সময় রয়েছে যাতে দো'আ কবূল করা হয়। এমনি মানুষের কিছু অবস্থা আছে, যা দো'আ কবুলের উপযোগী বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনি কিছু সময়ের কথা নিম্নে আলোচনা করা হল।

১. আযানের সময় এবং যুদ্ধের ময়দানে যখন মুজাহিদগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান

হাদীস শরীফে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ مُوسَى، وَحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَوَقْتُ الْمَطَرِ [77] "

---

[74] - বুখারী-৫৬৬৪, মুসলিম-২৭০৬, তিরমিযী-৩৪৮৫. নাসায়ী-৫৪৪৮, আবু দাউদ-১৫৪০

[75] - رواه مسلم ٣٠٠٩

[76] - মুসলিম-৩০০৯, ৩০১৪

[77] - سنن ابي داود « كِتَاب الْجِهَادِ « بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ رقم الحديث: ٢١٨١

অর্থ: "হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দু'টি সময় এমন রয়েছে যাতে দো'আ ফেরত দেয়া হয় না অথবা খুব কম ফেরত দেয়া হয়। আযানের সময়ের দো'আ এবং যখন যুদ্ধের জন্য মুজাহিদগণ শত্রুর মুখোমুখি হন। অন্য বর্ণনায় আছে- বৃষ্টি অবতরণের সময়। [78]

২. আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فادعوا. [79]

"আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ ফেরত দেয়া হয় না। সুতরাং তোমরা দো'আ কর।" [80]

৩. সাজদার মধ্যে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ. " [81]

অর্থ: "বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সাজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা এ সময় বেশি করে দো'আ কর।[82]

৪. ফরয নামাযের শেষে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

"অর্থ: কোন দো'আ সবচেয়ে বেশি কবূল করা হয়? তিনি বললেন, "শেষ রাতে এবং ফরয নামাযের শেষে।"[83]

---

[78] - আবু দাউদ-২১৮১

[79] - رواه الترمذي (٢١٢) وأبو داود (٤٣٧) وأحمد (١٢١٧٤)

[80] -তিরমিযী-২১২, আবু দাউদ-৪৩৭ ও আহমদ-১২১৯৪

[81] - سنن النسائي « كتاب التطبيق « أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل 1137 ,رواه مسلم (٤٨٢).

[82] - মুসলিম, হা- ৪৮২ ও নাসায়ী১১৩৭

[83] - তিরমিযী, হা-৩৪৯৯

৫. জুমু'আর দিনের শেষ অংশে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (٨٤)

অর্থ: জুমআর দিন বারটি ঘন্টা। এর মধ্যে এমন একটি সময় আছে, সে সময় একজন মুসলিম বান্দা যা আল্লাহর কাছে চায়, তা-ই তিনি দিয়ে দেন। তোমরা সে সময়টি আসরের পর দিনের শেষ অংশে তালাশ কর। (85)

৬. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে

রাত এমন একটা সময় যখন প্রত্যেকে তার আপনজনের সঙ্গে অবস্থান করে। এ সময় একজন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। আর এটা এমন এক সময়, যখন দো'আ কবুল করার জন্য আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ (٨٦)

রাতের এমন একটা অংশ আছে যখন মু'মিন বান্দা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যা কিছু চায় আল্লাহ তা দিয়ে দেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতে। (87)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন-

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يَنزِل رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ" (٨٨)

অর্থ: "আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতে পৃথিবীর আকাশে (প্রথম আসমানে) অবতরণ করেন ("পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন" মানে হল, পৃথিবীবাসীর প্রতি বিশেষ করুণার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, কেননা অবতরণ, আগমন, প্রস্থান এসব হল দেহের কাজ, আর আল্লাহ তা'আলা দেহমুক্ত), যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ

٨٤- وروى أبو داود (١٠٤٨) والنسائي (١٣٨٩)

৮৫ - আবু দাউদ, হা-১০৪৮, নাসায়ী, হা- ১৩৮৯

٨٦- رواه مسلم ٧٥

৮৭ - মুসলিম, হা-৭৫

٨٨- أخرجه البخاري في صحيحه (١١٤٥) ومسلم (١٢٦١)

অবশিষ্ট থাকে। তখন তিনি বলেন, কে আছে আমার কাছে দো'আ করবে আমি কবুল করব? কে আমার কাছে তার যা দরকার প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দিয়ে দেব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি ক্ষমা করে দেব। (89)

৭. দো'আ ইউনুস

(হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম এর দো'আ) দ্বারা প্রার্থনা করলে

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ (٩٠)

অর্থ: মাছে পেটে অবস্থানকারী নবী (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম)-এর দো'আ হল-যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় করেছেন, "লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়া-লিমীন।" যে কোন বিষয়ে কোন মুসলিম এ দো'আ করলে তা অবশ্যই কবুল করা হবে। (91)

৮. মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দো'আ করা

কুরআনুল কারীম ও হাদীসে পাকে সকল মুসলিমের জন্য দো'আ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিপদগ্রস্ত মুসলিমদের জন্য দো'আ করা আমাদের দায়িত্ব।

হাদীস শরীফে এসেছে-

فَإِنَّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ :دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ (٩٢)

অর্থ: হযরত আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, মুসলিম ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করলে তা কবুল করা হয়। দো'আকারীর মাথার কাছে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা থাকে। যখনই তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের

৮৯ - বুখারী, হা-১১৪৫, মুসলিম, হা-১২৬১

٩٠- رواه الترمذي (٣٥٠٥)

৯১ - তিরমিযী, হা-৩৫০৫

٩٢- رواه مسلم ٢٧٣٢

দো'আ করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা তার দো'আ শুনে আ-মী-ন বলতে থাকে এবং বলে তুমি যে কল্যাণের জন্য দোআ' করলে আল্লাহ অনুরূপ কল্যাণ তোমাকেও দান করুন। [93]

এ হাদীস শরীফ দ্বারা যেমন আমরা দো'আ কবূলের বিষয়টি বুঝেছি, তেমনিভাবে অপর মুসলমান ভাইদের জন্য দো'আ করার বিষয়টিরও গুরুত্ব দেয়ার কথা শিখেছি। এতে যার জন্য দো'আ করা হবে তার যেমন কল্যাণ হবে, তেমনি যিনি দো'আ করবেন তিনি লাভবান হবেন দু'দিক দিয়ে, প্রথমত তিনি দো'আ করার সাওয়াব পাবেন, দ্বিতীয়ত তিনি যা দো'আ করবেন তা নিজের জন্যও লাভ করবেন।

৯. সিয়ামপালনকারী, মুসাফির, মযলূমের দো'আ এবং সন্তানের বিরুদ্ধে মাতা-পিতার দো'আ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ[٩٤].

অর্থ: "তিনটি দো'আ কবূল হবে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দো'আ মুসাফিরের দো'আ এবং সন্তানের বিপক্ষে মাতা-পিতার দো'আ। [95]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে ইয়ামেনে গভর্ণর করে পাঠান তখন তাঁকে কয়েকটি নির্দেশ দেন। তার একটি ছিল:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ [٩٦]

অর্থ: "সাবধান থাকবে মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দো'আ হতে। জেনে রেখ! তার দো'আ ও আল্লাহর মধ্যে কোনো অন্তরায় নেই। [97]

---

৯৩ - মুসলিম, হা-২৭৩৩

٩٤ - رواه الترمذي (١٩٠٥) وأبو داود (١٥٦٣) وابن ماجه (٣٨٦٢)

৯৫ - আবূ দাউদ,হা-১৫৬৩, তিরমিযী, হা-১৯০৫, ইবন মাযা, হা-৩৮৬২

٩٦ - البخاري [٢٣١٦] مسلم [١٩]

৯৭ - বুখারী, হা-২৩১৬ ও মুসলিম, হা-১৯

মযলুমের বদ দো'আ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে সর্বদা। এর অর্থ এটা নয় যে, মজলুমকে দো'আ করতে দেয়া যাবে না; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর উদ্দেশ্য হল, কখনো কাউকে সামান্যতম অত্যাচারও করা যাবে না। নিজের কাজ-কর্ম, কথা দ্বারা কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এটার প্রতি সতর্ক থাকা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের উদ্দেশ্য। যদি আমার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে হবে মজলুম বা অত্যাচারিত। সে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দো'আ করলে তা অবশ্যই কবুল হবে।

১০. আরাফা দিবসের দো'আ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ،وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي:لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . " [٩٨]

অর্থ: "সর্বোত্তম দো'আ হল আরাফার দো'আ।"[99] যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখে যারা আরফাতে অবস্থান করেন তাদের দো'আ কবুল হয়। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১১. বিপদগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির দো'আ

বিপদগ্রস্ত অসহায়ের দো'আ কবূল করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন মুশরিক আর্তনাদ মানুষের দো'আ কবূল করেন তখন মুসলমানের দো'আ কেন কবুল করবেন না। আবার যদি সে মুসলিম ঈমানদার ও মুত্তাক্বী হয় তখন তার দো'আ কবুলে বাধা কি হতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ "কে আছে যে প্রার্থনায় সাড়া দেয়? যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে বিপদাপদ দূর করেন।" [সূরা নামল, আয়াত-৬২]

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

---

٩٨ - رواه الترمذي في سننه(٣٥٨٥)، وقال الامام المنذري في الترغيب والترهيب:"إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما"(٣٤٥/٢)،وحسنه الامام ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح (٧٤/٣)،

৯৯ - তিরমিযী, হা-৩৫৮৫

১২. হজ্ব ও ওমরাকারীর দো'আ এবং আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর দো'আ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعَوْا، [১০০]

অর্থ: আল্লাহর পথে জিহাদকারী যোদ্ধা, হজ্বকারী এবং উমারাহকারী আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা দোআ' করলে আল্লাহ কবূল করেন এবং প্রার্থনা করলে আল্লাহ দিয়ে থাকেন।[101]

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[১০০] - أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٢)، والطَّبرانيُّ في «الأوسط» (٦٣١١)، وابن بشران في «الأمالي» (٢٠٤)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٦٢)، وفي «الشعب» (٤١٠٦)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (١/ ١٧٢).« كتاب المناسك (5) / باب فضل دعاء الحاج / حديث رقم ٢٨٩٣ أخرجه النَّسائيُّ (٥/ ١١٣)، و(٦/ ١٦)، وأبو عوانة (٧٥٤٨)، وابن خزيمة (٢٥١١)، وابن حبان (٣٦٩٢)، والحاكم (١/ ٤٤١)، وابن منده في «الإيمان» (٢٣١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٧)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (٥/ ٢٦٢)، وفي «الشعب» (٤١٠٢، ٤١٠٣)، وابن شاهين في «فضائل الأعمال» (٣٢١)، والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٠٣٤)، وقال الدَّارقُطنيُّ في «الأفراد«

[১০১] - ইবনু মাজাহ, হা-২৮৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাতের শর'ঈ বিধান

বুখারী ও মুসলিমসহ বহু হাদীসের কিতাবে নামাযের পর যিক্র-আযকার অধ্যায়ে বিভিন্ন দো'আ ও যিক্রের কথা সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবা-ই কেরাম আমল করেছেন। অনেক ইমাম ও ওলামায়ে কেরাম এ যিক্র-আযকার সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তকও সংকলন করেছেন।

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

وعن عائشة قالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: ((اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) [১০২].

অর্থ: হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন "আল্লাহুম্মা আনতাস্সালাম ওয়ামিনকাস্সালাম তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম" পড়তে যতটুকু সময় লাগে তার চেয়ে বেশি সময় বসতেন না।[103]

عن البراء بن عازب رضي الله عنه- أنه قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

[১০২] - صحيح: أخرجه مسلم (٥٩٢)، وأبو داود (١٥١٢)، والترمذي (٢٩٨، ٢٩٩)، والنسائي في ((المجتبى)) (٣/ ٦٩)، وفي ((الكبرى)) (١٢٦١، ٧٧١٧، ٩٩٢٤، ٩٩٢٥)، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (٩٤-٩٧و٣٦٧)، وأبو يعلى (٤٧٢١)، والبغوي (٧١٤) في ((شرح السنة))، وفي ((الشمائل)) (٥٥٤)، وابن منده في ((التوحيد)) (٢٠٨، ٢٦٤، ٣٥٨)، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (٢/ ١٧٣، ١٧٤) رقم (٢٨٢)، والدارمي (١٣٤٧)، وابن ماجه (٩٢٤)، وإسحاق (١٣٥٧)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (١٣٥٧)، وأبو عوانة (٢/ ٢٤١)، وابن حبان (٢٠٠٠، ٢٠٠١)، وأحمد (٦/ ٦٢، ١٨٤، ٢٣٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٣٧)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٢، ٣٠٤)، والطيالسي (١٥٥٨)، وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (١٠٩)، وابن حجر في ((النتائج)) (٢/ ٢٥٥)، والطبراني في ((الصغير)) (١/ ١٩٣، ٣٠٦)، وفي ((الدعاء)) (٦٤٤ - ٦٤٧)، وفي ((الأوسط)) (٣٢٢٧، ٤٥٩٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٢/ ١٨٣)، وفي ((الأسماء والصفات)) (٢٦٩)، وفي ((الاعتقاد)) (ص٧٧)، وفي ((المعرفة والآثار)) (٣٨٩٥)، وغيرهم

[১০৩] - মুসলিম-৫৯২,তিরমিযী২৯৮-২৯৯, নাসায়ী-১২৬১,৭৭১৭, ইবনু মাজাহ-৯২৪

অর্থ: হযরত বারা ইবনে আযিব বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায আদায় করতাম, আমরা চাইতাম তাঁর ডানে থাকতে, কেননা তিনি আমাদের দিকে মুখ করতেন, কখনো কখনো শুনতাম তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ! আপনার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচান যেদিন আপনি আপনার বান্দাদের উঠাবেন।"(104)

عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ «(١٠٥)

অর্থ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে লিখেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে সালাম ফেরাতেন তখন বলতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লা- মানি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।" (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ আপনি যা দান করেন তাতে বাধা দেয়ার কেউ নেই। আর আপনি যাতে বাধা দেবেন তা দেয়ার মত কেউ নেই। আর আযাবের মুকাবেলায় ধনবানকে তার ধন কোনো উপকার করতে পারে না।) (106)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، مَوْلَى لَهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ يَقُولُ: "لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ

---

১০৪ - মুসলিম-৭০৯

১০৫ - صحيح البخاري - (٤٧٤١) (صحيح البخاري - الرقاق (٦١٠٨) (صحيح البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة (٦٨٦٢) (صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٣) (صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٣) (صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٣) (صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٣) (سنن النسائي - السهو (١٣٤١) (سنن النسائي - السهو (١٣٤٢) (سنن النسائي - السهو (١٣٤٣) (سنن أبي داود - الصلاة (١٥٠٥) (مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (٢٤٥/٤) (مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (٢٤٧/٤) (مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (٢٥٠/٤) (مسند أحمد - أول مسند الكوفيين (٢٥١/٤) (سنن الدارمي - الصلاة (١٣٤٩)

১০৬ - বুখারী-৪৭৪১,৬১০৮,৬৮৬২ ও মুসলিম-৫৯৩

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ " , ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ " (١٠٧)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি প্রত্যেক নামাযের শেষে সালাম ফেরানোর পর বলতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, মুখলিসীনা লাহুদ্দীন ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন।" (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত গুনাহ থেকে বিরত থাকার ও ইবাদত করার শক্তি কারো নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করি না। ধর্মকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছি, যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না)।(108)

অত:পর আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এটা প্রত্যেক নামাযের পর পড়তেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ".

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তেত্রিশ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে ও তেত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে এর পর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু' ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর" (আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান) বলে একশ' বার পূর্ণ করবে তার পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।(109)

---

১০৭ - صحيح مسلم « كتاب المساجد ومواضع الصلاة « باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 594

১০৮ - মুসলিম-৫৯৪

১০৯ - মুসলিম-৫৯৭

এ ছাড়াও নামাযের পর আরো অনেক যিক্‌র ও দো'আ-মুনাজাতের কথা হাদীস শরীফে এসেছে। সেগুলো আদায় করা যেতে পারে। যেমন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস পাঠ করার কথা এসেছে। 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করার বর্ণনা এসেছে।

এ সকল দো'আ একইসঙ্গে আদায় করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সময় ও সুযোগ মত যেগুলো সেগুলো সহজ হয় আদায় করা যেতে পারে।

মোট কথা হল, এ সুন্নাত যেন আমরা কোনো কারণে ভুলে না যাই সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

দো'আয় উভয় হাত উত্তোলন করবেন

দোআয় হাত উত্তোলনের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে অনেক রেওয়ায়ত বিদ্যমান, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ سورة المؤمنون آية ٥١، وَقَالَ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (سورة البقرة آية ١٧٢) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. " (١١٠)

অর্থ: হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন: 'হে মানব সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি এ ব্যাপারে মু'মিনদেরকে ওই নির্দেশই দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তাঁর সম্মানিত রাসূলগণকে। তিনি বলেছেন, হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত এবং তিনি (মু'মিনদের উদ্দেশে) বলেন, হে মুমিনগণ! তোমাদের আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

١١٠ - صحيح مسلم « كِتَاب الزَّكَاةِ « بَاب قَبُولِ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ... رقم الحديث: ١٦٩٢

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তির কথা বললেন, যে দীর্ঘ সফর করে মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে এবং পদযুগল ধুলায় ধুসরিত করেছে অতঃপর আকাশের দিকে হাত তুলে দো'আ করে, হে রব! হে রব! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার শরীর গঠিত হয়েছে হারাম দিয়ে, কিভাবে তার দো'আ কবুল করা হবে?' (111)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ (رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) الآية وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام: (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي . وَبَكَى . فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ . فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ (١١٢)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দো'আ সম্পর্কে কোরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এ সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত।' এবং তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দো'আ সম্পর্কিত কোরআনের এ আয়াতটিও তেলাওয়াত করলেন, 'তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' তিনি দু'হাত উপরে তুললেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মত! আমার উম্মত!' এবং তিনি কাঁদলেন। আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল! তুমি আমর প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মাদের কাছে যাও, জিজ্ঞেস কর-অবশ্য তোমার রব ভাল জানেন- তাকে কিসে কাঁদিয়েছে। জিবরীল আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন তার কাঁদার কারণ-আল্লাহ তো অবশ্যই জানেন। আল্লাহ বললেন, হে জিবরীল, তুমি আমার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদের কাছে যাও

١١١ - মুসলিম ١٠٠/٩, হা-١٦٩٢

١١٢ - رواه مسلم ٢٠٢

এবং বল, আমি অবশ্যই তাঁর উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্ট করব, তাঁকে এ ব্যাপারে অসম্মান করব না। (113)

হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে: তিনি বলেন,

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ» :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ-«وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ-، فَقَالَ» :اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ«(١١٤)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আ করতে ইচ্ছা করলেন তখন পানি চাইলেন, ওযূ করলেন অতঃপর দু'হাত তুলে বললেন: 'হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামতে তাকে অনেক মানুষের উপরে স্থান দিও। আমি বললাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়সের পাপ ক্ষমা কর ও তাকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করিও। (115)

অপর হাদীসে এসেছে: فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত মুবারক তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে আমি সে ব্যাপারে তোমার কাছে দায়িত্বমুক্ত।' দু'বার বললেন।(116)

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন-

دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ». وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ،

অর্থঃ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন দো'আ করতে ইচ্ছা করলেন তখন পানি চাইলেন, ওযূ করলেন অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'হাত মুবারক তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ওবায়দ আবী আমেরকে ক্ষমা করে দিও। তিনি এতটা হাত তুললেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। (117)

হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

[১১৩] - মুসলিম, হা-২০২

[١١٤] - البخاري[6383] ، ومسلم [٢٤٩٨]، وابن حبان في صحيحه [٧١٩٨])[،

[১১৫] - বুখারী, হা-৬৩৮৩, মুসলিম, হা-২৪৯৮, ইবনু হিব্বান, হা-৭১৯৮

[১১৬] - বুখারী, হা-৪৩৩৯

[১১৭] - বুখারী, হা- ৬০২৩, মুসলিম, হা-২৪৮৯, আহমদ ৪/৩৯৯

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَشَرِيكٍ، سَمِعَا أَنَسًا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

অর্থ: দো'আর সময় দু'খানা হাত উঠানো। হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'খানা হাত মুবারক এতটুকু তুলে দো'আ করতেন যে, আমি তাঁর বগল শরীফের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'খানা হাত মুবারক তুলে দো'আ করেছেন, ইয়া আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছি।

অন্য এক সূত্রে আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত মুবারক এতটুকু তুলে দো'আ করেছেন যে, আমি তাঁর বগল শরীফের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।(118)

وذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ فَضُّ الْوِعَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ(١١٩)

অর্থ: হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে সালাম ফেরানোর পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে বললেন, 'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই হস্তযুগল উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন; আগে নয়।'(120)

[১১৮] - বুখারী, হা-৪৩৩৯

[١١٩] - رواه الطبراني ، وترجم له فقال: محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن عبد الله بن الزبير ، ورجاله ثقات .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد « كتاب الأدعية « باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين. رقم الحديث.17345

[১২০] - ই'লাউস সুনান, ৩/১৬১

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ [١٢١] وعن يزيد بن سعيد بن ثمامة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ [١٢٢].

অর্থ: হযরত সা-ইব বিন ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন এবং দো'আ শেষে হস্তযুগল চেহারায় মুছতেন।[123]

قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ. وَمِثْلُهُ عَنْ أَنَسٍ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ وَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ . . وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، وَهُمْ أَلْفٌ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسَبْعَةَ عَشَرَ «» رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ مَادًّا يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا [١٢٤]

অর্থ: হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠায় তখন তার হাত (দো'আ কবূল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[125]

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا

---

١٢١ - رواه ابن ماجه كما في البرهان" [سبل السلام.(1/80) .))]

١٢٢ - (أخرجه احمد في مسنده (٤/٢٢١) حديث (١٧٩٧٢)، وأبو داود في كتاب «سجود القرآن» في باب «الدعاء» حديث (١٤٩٢)

১২৩ - আবূ দাউদ শরীফ ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২

١٢٤ - باب رفع الأيدي في الدعاء قال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه

১২৫ - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৮, তিরমিযী ৩৫৫৬, মু'কামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬১৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৭৬, সহীহ আল জামি' ১৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৫। মিশকাত-২২৪৪

অর্থ: হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দো'আ করবে, তখন হাতের ভিতরের (তালুর) দিক দিয়ে দো'আ করবে, হাতের উপরের দিক (পিছন দিক) দিয়ে দো'আ করবে না।[126]

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ. رَوَاهُ دَاوُدَ

অর্থ: ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দো'আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দো'আ শেষ হবার পর হাতকে মুখমণ্ডলের সাথে মুছে নেবে।[127]

وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعْوَاتِ الْكَبِيرِ

অর্থ: সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠায় তখন তার হাত (দো'আ কবূল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।[128]

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থ: হযরত ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আর জন্য হাত উঠাতেন,

---

১২৬ - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪০৫, সহীহাহ্ ৫৯৫, সহীহ আল জামি' ৫৯৩। মিশকাত-২২৪২

১২৭ - আবূ দাউদ ১৪৮৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৩

১২৮ - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৮, তিরমিযী ৩৫৫৬, মু'কামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬১৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৭৬, সহীহ আল জামি' ১৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৫। মিশকাত-২২৪৪

(দো'আ শেষে) হাত দিয়ে তিনি নিজের মুখমন্ডল মুবারক মুছে নেয়া ছাড়া হাত নামাতেন না।[129]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. (١٣٠)

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আর জন্য উভয় হাত উত্তোলন করতেন এমনকি এতে তাঁর বগল মুবারকের শুভ্রতা (সাদা অংশ) দেখা যেত।[131]

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رفع يَدَيْهِ لَمْ يَحُطُّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ(١٣٢)

অর্থ: হযরত উমর ফারুক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম দো'আর জন্য যখন হাত তুলতেন তখন চেহারায় মাসেহ করার পূর্বে হাত নামাতেন না।[133]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَإِلَهَ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي، فَإِنِّي مُضْطَرٌّ، وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًى، وَتَتَأَلَّنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ، وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ، إِلاَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ. " (١٣٤)

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি নামাযেরপর হাত বিস্তৃত করে এ দো'আ করবে-'হে আল্লাহ! যিনি আমার এবং ইবরাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াক্বব আলাইহিমুস সালামের খোদা, জিবরাইল, মীকাঈল, ইসরাফীল আলাইহিমুস সালামেরও খোদা, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি; আমার দো'আ কবুল করুন। কারণ আমি মুখাপেক্ষী, পেরেশান এবং অপারগ। আমাকে দ্বীনের

---

[১৩০] - তিরমিযী ৩৩৮৬, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্বাবারানী ৭০৫৩, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৯৬৭, ইরওয়া ৪৩৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৪১২। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আল জুহানী একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৫

[১৩১] - সহিহ, মুসলিম ৮৯৫, ইবনু আবী শায়বাহ ২৯৬৭৮, মিশকাত-২২৫৩

[১৩২] - বুখারী শরীফ ২/৯৩৮ হাঃ নং ৬৩৪১

[১৩৩] - (سنن الترمذي « كتاب الدعوات « باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء, رقم الحديث 3386)

[১৩৪] - عمل اليوم والليلة لابن السني رقم الحديث: ١٣٧

সঙ্গে হেফাযত করুন, গুনাহ থেকে বাঁচান, অভাব দূর করে দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার দুই হাতকে খালি ফেরাবেন না।[135]

عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا "، وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ المُبَارَكِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ« (١٣٦)

حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الليث بن سعد أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا(١٣٧)

অর্থ: হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নামায দুই দুই রাক'আত; প্রত্যেক দুই রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি সহকারে কাতরতার সাথে বিনতি হয়ে নামায আদায় করতে হয়। আর (নামায শেষে) দু'হাত তুলবে এভাবে যে, উভয় হাত মহান রবের দিকে উঠিয়ে চেহারা কিবলামুখী করবে। অতঃপর বলবে হে মহান রব! হে মহান রব! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, সে অসম্পূর্ণ নামাযী। (তাঁর নামায অঙ্গহীন সাব্যস্থ হবে)।[138]

হযরত মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রাত্রের নামাযে দু-দু রাক'আতের পর বসবে, এবং প্রত্যেক দু' রাক'আতের পর তাশাহহুদ পড়বে এবং নামাযের মধ্যে নিজের নিঃস্বতা এবং বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে। তারপর নামায শেষে দু হাত

---

[১৩৫] - ইবনুছ ছুন্নী ঃ ৬১

[১৩৬] - سنن الترمذي - الصلاة (٣٨٥ (مسند أحمد - مسند الشاميين (١٦٧/٤ (رواه الترمذي. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح « كتاب الصلاة « باب صفة الصلاة . رقم الحديث 805

[১৩৭] - سنن الترمذي « كتاب الصلاة « صفة الصلاة « باب ما جاء في التخشع في الصلاة, رقم الحديث:385) رواه ابن ماجة: ٩٣، ورواه أيضا أبو داود: الحديث ١٢٩٦(

[১৩৮] - তিরমিযী শরীফ ঃ ১৮৭ হাঃ নং ৩৮৫

উঠাবে এবং দো'আ করবে, "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও।" যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার নামায অসম্পন্ন থাকবে।[139]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَوْتَ اللَّهَ , فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ , وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا , فَإِذَا فَرَغْتَ , فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ ." (١٤٠)

অর্থ: ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দো'আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দো'আ শেষ হবার পর হাতকে মুখমণ্ডলের সাথে মুছে নেবে।[141]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَوتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلا تَدْعُ بِظُهُورِهِما فإِذَا فَرَغتَ فامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ (١٤٢)

অর্থ: হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে দো'আ করবে, তখন হাতের ভিতরের (তালুর) দিক দিয়ে দো'আ করবে, হাতের উপরের দিক (পিছন দিক) দিয়ে দো'আ করবে না।[143]

لما روى السائب ابن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه(١٤٤)

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك"(١٤٥)

---

[১৩৯] - আবু দাউদ শরীফ : ১/১৮৩, ইবনে মাজা শরীফ পৃঃ ৯৩ হাঃ নং ১২৯৬) (رواه الترمذى الحديث ٣٧٥)

[١٤٠] - سنن ابن ماجه « كِتَاب الْأَدْعِيَةِ « بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ رقم الحديث: ٣٨٦٤

[১৪১] - আবূ দাউদ ১৪৮৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৩

[١٤٢] - رواه ابن ماجه كما في البرهان" ([سبل السلام.(1/80).]))

[১৪৩] - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৬, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯৪০৫, সহীহাহ্ ৫৯৫, সহীহ আল জামি' ৫৯৩। মিশকাত-২২৪২

[١٤٤] - (أخرجه أبو داود (١٤٩٢)، قال المنذري في (مختصر سنن أبي داود) (٢ / ١٤٤): في إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف.ا.هـ.

[١٤٥] - (أبو داود (١٤٨٥)، وابن ماجه (١١٨١)، (٣٨٦٦) قال البوصيري في (الزوائد) (١/٢٩٠): هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف صالح ابن حسان.ا.هـ) .رواه ابن ماجة: ٢٧٥، وأبو داود: ١/٢٠٩ الحديث ١٤٩٢)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দো'আ করার তরীক্বা হল যে, তুমি উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলবে।[146]

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا»(١٤٧)

অর্থ: ইকরিমাহ্ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নিয়ম হলো, নিজের হাত দু'টি কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাবে। আর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার নিয়ম হলো, নিজের (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নিয়ম হলো, তোমার পুরো হাত প্রসারিত করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, প্রার্থনা করবে এভাবে- এরপর তিনি নিজের দু'হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন এবং হাতের তালুর দিক নিজের মুখমন্ডলে মাসেহ করলেন।[148]

ففي صحيح مسلم عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ موقوفًا ومرفوعًا: " الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا " وفي رواية: " وَالِابْتِهَالُ هَكَذَا: وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ "(١٤٩)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, যখন তুমি দো'আ শেষ করবে তখন উভয় হাতকে চেহারায় মুছবে।[150]

عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا" (١٥١)

---

[১৪৬] - আবু দাউদ শরীফ : ১/২০৯

[١٤٧] - الإمام ابو داود في سننه:(1489) باب تفريع ابواب الوتر / باب الدعاء / حديث رقم ١٤٨٩

[১৪৮] - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৯, ১৪৯০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১৩, সহীহ আল জামি' ৬৬৯৪। মিশকাত-২২৫৬

[١٤٩] رواه ابو داود: ١/٢٠٩ الحديث ١٤٨٩ صحيح(-

[১৫০] - ইবনে মাজা : ২৭৫ হাঃ নং ১৪৮৯

[١٥١] - المعجم الكبير للطبراني » بَابُ السِّينِ » مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ . » سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ... » سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ ... رقم الحديث: ٦٠١٣ رواه الطبراني في الكبير (٦١٤٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩/١٠): رجاله رجال الصحيح.

অর্থ: হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন জামা'আত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তা'আলার বদান্যতার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেয়া।[152]

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ. " [153]

অর্থ: হযরত আলী ইবনে আবী তালিব থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের রব অত্যন্ত লাজুক এবং দয়ালু। কোন বান্দা তার হাত দুটি উঠিয়ে মুনাজাত করলে তার হাত খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।[154]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَإِلَهَ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي، فَإِنِّي مُضْطَرٌّ، وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًى، وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ، وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ، إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ[155]

অর্থ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেন, যে বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর দু'হাত তুলে এ দোআ' পড়বে- "আল্লাহুম্মা ইলাহী "আল্লাহু তা'আলা নিজের বদান্যতার উপর নির্ধারিত করে নিবেন যে, তার হস্তদ্বয়কে বঞ্চিত ফেরত দিবেন না।[156]

---

[152] - তাবারানী কাবীর ঃ ৬/২৫৪ হাঃ নং ৬১৪২

[153] - فمن حديث سلمان أخرجه أبوداود (ج ٤ / ص ٢٨٧) والترمذي (ج ١١ / ص ٤٦٨) وابن ماجة (ج ١١ / ص ٣٢٨) والبزار (ج ٦ / ص ٤٩٥) وابن حبان (ج ٤ / ص ٢٤٢) والحاكم (ج ٤ / ص ٣٧٨) وأبي الفضل الزهري في جزء من حديثه (ج ٢ / ص ١٩٥) والقضاعي في مسند الشهاب (ج ٤ / ص ١٩١) والبيهقي (ج ٢ / ص ٢١١) وفي الأسماء والصفات (ج ١ / ص ١٦٦) وفي الدعوات الكبير (ج ١ / ص ١٩٧) عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخرجه أحمد (ج ٤٨ / ص ٢٢٤)

[154] - আবু দাউদ হাঃ নং ১৪৮৮

[155] - " ذكره بن السني في " عمل اليوم والليلة " صفحة/٣٨. رواه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (١٣٧)

[156] - ইবনুস সুন্নী হাঃ নং ১৩৮

দো'আয় হাত কীভাবে উঠাতে হবে?

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ، وَتَضَرَّعُ، وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، يَقُولُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ، مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا "، وقَالَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ« [157]

অর্থ: হযরত ফযল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নামায দুই দুই রাক'আত; প্রত্যেক দুই রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি সহকারে কাতরতার সাথে বিনতে হয়ে নামায আদায় করতে হয়। আর (নামায শেষে) দু'হাত তুলবে এভাবে যে, উভয় হাত প্রভু পানে উঠিয়ে চেহারা ক্বিবলামুখী করবে। অতঃপর হে মহান রব! হে মহান রব! যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, সে অসম্পূর্ণ নামাযী। (তাঁর নামায অঙ্গহীন সাব্যস্ত হবে)।[158]

حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الليث بن سعد أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ابن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا[159]

অর্থ: নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রাত্রের নামাযে দু-দু রাকাআতের পর বসবে এবং প্রত্যেক দু রাকাআতের পর তাশাহহুদ পড়বে এবং নামাযের মধ্যে নিজের নিঃস্বতা এবং বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে। তারপর নামায শেষে দু'হাত উঠাবে এবং দো'আ করবে, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার নামায অসম্পন্ন থাকবে।[160]

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ يَجْعَلُ أَصَابِعَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو

---

[157] - سنن الترمذي - الصلاة (٣٨٥ (مسند أحمد - مسند الشاميين (١٦٧/٤ (رواه الترمذي. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح « كتاب الصلاة « باب صفة الصلاة . رقم الحديث 805

[158] - তিরমিযী শরীফ ঃ ১৮৭ হাঃ নং ৩৮৫

[159] - سنن الترمذي « كتاب الصلاة « صفة الصلاة « باب ما جاء في التخشع في الصلاة رقم الحديث:385) رواه ابن ماجة: ٩٣، ورواه أيضا أبو داود: الحديث ١٢٩٦ (

[160] - (رواه الترمذى الحديث ٣٧٥) (আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/১৮৩, ইবনে মাজা শরীফ পৃঃ ৯৩ হাঃ নং ১২৯৬)

অর্থ: সাহল ইবনে সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাতের আঙ্গুল কাঁধে সমান উঠিয়ে দো'আ করতেন।(161)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوِهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالِابْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: وَالْإِبْتِهَالُ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهُمَا مِمَّا يَلِيْ وَجْهَهُ. رواه أبو داود

অর্থ: হযরত ইকরিমাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার নিয়ম হলো, নিজের হাত দু'টি কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাঁধের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাবে। আর আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা চাওয়ার নিয়ম হলো, নিজের (শাহাদাত) আঙ্গুল উঠিয়ে ইশারা করবে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নিয়ম হলো, তোমার পুরো হাত প্রসারিত করবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, প্রার্থনা করবে এভাবে- এরপর তিনি নিজের দু'হাত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরলেন এবং হাতের তালুর দিক নিজের মুখমন্ডলে মাসেহ করলেন।(162)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ يَقُوْلُ: إِنَّ رَفْعَكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِدْعَةٌ مَا زَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا يَعْنِيْ إِلَى الصَّدْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ

অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনু 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, (দো'আর সময়) তোমাদের হাত বেশি উপরে উঠিয়ে ধরা বিদ'আত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বক্ষ থেকে বেশি উপরে হাত উঠাতেন না।(163)

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

১৬১ - হাসান: আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১১। মিশকাত-২২৫৪

১৬২ - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৯, ১৪৯০, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩১৩, সহীহ আল জামি' ৬৬৯৪। মিশকাত-২২৫৬

১৬৩ - আহমাদ ৫২৬৪। কারণ এর সানাদে বিশ্র ইবনু হার্ব একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৫৭

দো'আ শেষে দু' হাত চেহারায় মসেহ করা

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَوْتَ اللهَ , فَادْعُ بِبُطُوْنِ كَفَّيْكَ , وَلَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا , فَإِذَا فَرَغْتَ , فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ. "(٣٦٤)

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, তুমি যখন আল্লাহর কাছে দো'আ করবে, তখন হাতের ভিতরের (তালুর) দিক দিয়ে দো'আ করবে, হাতের উপরের দিক (পিছন দিক) দিয়ে দো'আ করবে না। যখন তুমি দো'আ শেষ করবে তখন উভয় হাতকে চেহারায় মাসেহ করবে।(165)

وعن يزيد بن سعيد بن ثمامة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ(١٦٦)

অর্থ: হযরত সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আ করতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন এবং দো'আ শেষে হস্ত দু'টিকে চেহারায় মুছতেন।(167)

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا صِفْرًا (١٦٨) وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَلُوا اللهَ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ.

অর্থ: হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে হাত

١٦٤ - سنن ابن ماجه « كِتَاب الدُّعَاءِ « بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ رقم الحديث: ٣٨٦٤

١٦٥ - ইবনে মাজা ঃ ২৭৫ হাঃ নং ১৪৮৯

١٦٦ - (أخرجه أحمد في مسنده (٤/٢٢١) حديث (١٧٩٧٢)، وأبو داود في كتاب «سجود القرآن» في باب «الدعاء» حديث (١٤٩٢)

١٦٧ - আবু দাউদ শরীফ ১/২০৯ হাঃ নং ১৪৯২

١٦٨ - باب رفع الأيدي في الدعاء قال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه

উঠায় তখন তার হাত (দো'আ কবূল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। (169)

ইমাম হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। লা-মাযহাবীদের আলেম সফিউর রহমান মোবারকপুরী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় এটিকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসটি বর্ণনা করে কোনো মন্তব্য করেননি। এতে বোঝা গেল, হাদিসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

লা-মাযহাবীদের কথিত আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ ও দ্বঈফ ইবনে মাজাহ নামে দুটি কিতাব লিখেছেন। তিনি এ হাদীসটি সহীহ্ ইবনে মাজাহয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

লা-মাযহাবীদের আলেম উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, হাদীসটি সবার কাছে সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য।

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দো'আর সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ রয়েছে, যা কোনো বিশেষ দো'আ কিংবা বিশেষ বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য বিধায় ফরয নামাযের পর দো'আয়ও এটি প্রযোজ্য।

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত ইবনে 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দো'আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দো'আ শেষ হবার পর হাতকে মুখমণ্ডলের সাথে মুছে নেবে। (170)

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَه.

অর্থ: হযরত ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আর জন্য হাত উঠাতেন,

১৬৯ - সহীহ: আবূ দাউদ ১৪৮৮, তিরমিযী ৩৫৫৬, মু'কামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী ৬১৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৭৬, সহীহ আল জামি' ১৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৫। মিশকাত-২২৪৪

১৭০ - আবূ দাউদ ১৪৮৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৩

(দো'আ শেষে) হাত দিয়ে তিনি নিজের মুখমন্ডল মসেহ করে নেয়া ছাড়া হাত নামাতেন না। (171)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَوْتَ اللهَ, فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ , وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا , فَإِذَا فَرَغْتَ , فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ. " (١٧٢)

অর্থ: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দো'আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দো'আ শেষ হবার পর হাতকে মুখমণ্ডলের উপর মসেহ করে নবে। (173)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَوتَ الله فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ (١٧٤)

অর্থ: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে হাতের তালুর দিক দিয়ে দো'আ করো, হাতের পিছনের দিক দিয়ে করো না। আর দো'আ শেষ হবার পর হাতকে মুখমণ্ডলের সাথে মুছে নিবে। (175)

لما روى السائب ابن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه(١٧٦)

অর্থ: হযরত সা-ইব বিন ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দো'আ করতেন

১৭১ - তিরমিযী ৩৩৮৬, মু'জামুল আওসাত লিত্ব ত্ববারানী ৭০৫৩, মুসতাদারাক লিল হাকিম ১৯৬৭, ইরওয়া ৪৩৩, য'ঈফ আল জামি' ৪৪১২। কারণ এর সানাদে হাম্মাদ ইবনু 'ঈসা আল জুহানী একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৫

١٧٢ - سنن ابن ماجه « كِتَاب الدُّعَاءِ « بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ رقم الحديث: ٣٨٦٤

১৭৩ - আবূ দাউদ ১৪৮৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৩

١٧٤ - رواه ابن ماجه كما في البرهان" ([سبل السلام.(1/80) .([

১৭৫ - আবূ দাউদ ১৪৮৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৩

١٧٦ - (أخرجه أبو داود (١٤٩٢)، قال المنذري في (مختصر سنن أبي داود) (٢ / ١٤٤): في إسناده عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف.إ.هـ

তখন উভয় হাত উঠাতেন এবং দো'আ শেষে হস্তযুগলকে চেহারায় মুছতেন।(177)

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك"(١٧٨)

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আর দো'আ শেষ হবার পর হাতকে চেহারায় মাসেহ করবে। (179) দো'আ করার তরীক্বা হল যে, তুমি উভয় হাত কাঁধ বরাবর তুলবে।(180)

ইমাম ও মুসল্লীর সম্মিলিত দো'আ

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ وَكَانَ مُسْتَجَابًا أَنَّهُ أُمِّرَ عَلَى جَيْشٍ فَدَرَّبَ الدُّرُوبَ، فَلَمَّا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَالَ لِلنَّاسِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لا يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللَّهُ " (١٨١)

অর্থ: হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দো'আ করে যে, তাদের একজন দো'আ করতে থাকে, আর অপররা 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের দো'আ অবশ্যই কবুল করে থাকেন।(182)

---

١٧٨ - (أبو داود (١٤٨٥)، وابن ماجه (١١٨١)، (٣٨٦٦) قال البوصيري في (الزوائد) (٣٩٠/١): هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف صالح ابن حسان.أ.هـ) .رواه ابن ماجة: ٢٧٥، وأبو داود: ١/٢٠٩ الحديث ١٤٩٢)

১৭৯ - আবূ দাউদ ১৪৮৫, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৩০৯, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৫১, য'ঈফ আল জামি' ৩২৭৪। কারণ এর সবগুলো সানাদ খুবই দুর্বল। আর এর সানাদে 'আবদুল মালিক একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৩

১৮০ - আবু দাউদ শরীফ ঃ ১/২০৯

١٨١ - أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٤ / ٢٦ / ٣٥٣٦)، تاريخ دمشق " (٤ / ١٨٨ - مصورة المدينة) ، والحاكم (٣ / ٣٤٧) ، ومن طريقه البيهقي في " دلائل النبوة " (٧ / ١١٣ - ١١٤ (آل الهيثمي (١٥ / ١٧٥) بعدما عزاه للطبراني :ورجاله رجال (الصحيح) ، غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث." قلت: بل هو ثقة في رواية العبادلة عنه، ومنهم أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو عبد الله بن يزيد المصري، وكذلك سائر رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب "؛ غير بشر بن موسى؛ وهو ثقة، وثقه الدارقطني والخطيب في " التاريخ " (٧ / ٨٦ - ٨٧) ، والذهبي في " سير أعلام النبلاء " (١٣ / ٣٥٢) . (رواه الحاكم فى مستدركه: ٣/٣٤٧ الحديث ٥٤٧٨)

১৮২ - তালখীসুহ যাহাবী, ৩ঃ৩৪৭ পৃঃ, মুস্তাদ্‌রাকে হাকেম ঃ হাঃ নং ৫৪৭৮

عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاثٌ لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ . وَلا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ . وَلا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ (١٨٣)

অর্থ: হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে এমন হবে না যে, সে তাদেরকে বাদ দিয়ে দু'আয় কেবল নিজেকেই নির্দিষ্ট করে। যদি এরূপ করে, তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।"(184)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেব সকল মুসল্লীদের সঙ্গে নিয়ে সকলের জন্য দো'আ করবেন। নতুবা তিনি খিয়ানতকারী হবেন।

عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا رَفَعَ قَوْمٌ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا، إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَضَعَ فِي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا" (١٨٥)

অর্থ: হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন জামা'আত কিছু প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুললে আল্লাহ তাআলার বদান্যতার উপর অপরিহার্য হয়ে যায় তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে তুলে দেয়া। (186)

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: أَمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

অর্থ: হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো'আ করলে ওই দো'আ কবুল করা হয়। দো'আকারীর মাথার পাশে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন।

---

١٨٣ - رواه أبو داود (رقم/٩٠) والترمذي ٣٥٧/١(٣٥٧) وقال حديث ثوبان حديث حسن.

১৮৪ - তিরমিযী শরীফ ঃ ১৪৮২ হাঃ নং ৩৫৭

١٨٥ - المعجم الكبير للطبراني » بَابُ السِّين » من اسْمُهُ سَهْلٌ . » سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ... » سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ ... رقم الحديث: ٦٠١٣ رواه الطبراني في الكبير (٦١٤٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩/١٠): رجاله رجال الصحيح.

১৮৬ - তাবারানী কাবীর ঃ ৬/২৫৪ হাঃ নং ৬১৪২

যখন সে তার ভাইয়ের জন্য (কল্যাণের) দো'আ করে, নিযুক্ত ফেরেশতা সাথে সাথে বলেন, 'আমীন' এবং তোমার জন্যও অনুরূপ হোক। [187]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ অনুপস্থিত লোকের জন্য অনুপস্থিত লোকের দো'আ খুব তাড়াতাড়ি কবূল হয়। [188]

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ: «أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا». فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ «وَلَا تَنْسَنَا

অর্থ: হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একবার আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে 'ওমরাহ্ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে 'ওমরার জন্য অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে আমার ছোট ভাই! তোমার দু'আয় আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করো এবং আমাদেরকে ভুলে যেও না। 'ওমার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার বিনিময়ে আমাকে সারা দুনিয়াও দিয়ে দেয়া হয়, তবুও আমি এত খুশি হতাম না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী; কিন্তু তিরমিযীতে 'আমাকে ভুলে যেও না' পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে) [189]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

অর্থ: আবূ হুরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তিন লোকের দো'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় নাঃ ১. সা-ইমের (রোযাদারের) দো'আ- যখন সে ইফতার

[১৮৭] - সহীহ: মুসলিম ২৭৩৩, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৪৩১, সহীহ আল জামি' ৬২৩৫। মিশকাত-২২২৮

[১৮৮] - আবূ দাউদ ১৫৩৫, তিরমিযী ১৯৮০, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৯১৫৯, মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৭৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৮২৩, য'ঈফ আল জামি' ৮৪১। কারণ এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৭

[১৮৯] - আবূ দাউদ ১৪৯৮, তিরমিযী ৩৫৬২, রিয়াযুস্ সলিহীন ৩৭৮। কারণ এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবায়দুল্লাহ্ একজন দুর্বল রাবী। মিশকাত-২২৪৮

করে, ২. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দো'আ এবং ৩. মাযলূম বা অত্যাচারিতের দো'আ। অত্যাচারিতের দো'আকে আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম! নিশ্চয়ই আমি তোমায় সাহায্য করব কিছু সময় দেরিতে হলেও। [190]

দোআ'য় আল্লাহর হামদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পেশ করা

দোআ'র শুরুতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়া দো'আ কবুলের সহায়ক বলে হাদীসে এসেছে।

وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَجِلَ هٰذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ،

অর্থ: ফাদ্বালা ইবনে উবাইদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন এক ব্যক্তি দো'আ করছে কিন্তু সে দো'আয় আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, সে তাড়াহুড়ো করেছে। অতঃপর সে আবার প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অথবা অন্যকে বললেন, যখন তোমাদের কেউ দো'আ করে তখন সে যেন আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণগান দিয়ে দো'আ শুরু করে। অতঃপর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করে। এরপর যা ইচ্ছা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। [191]

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

[১৯০] - তিরমিযী ৩৫৯৮, আহমাদ ৮০৪৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ৬৫০, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৬৩৯৩, ইবনু হিব্বান ৮৭৪, য'ঈফ আত্ তারগীব ১৩১৬, আল জামি' ২৫৯২। কিন্তু হাদীসের প্রথম অংশটুকু الإمام العادل-এর স্থলে المسافر দিয়ে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। মিশকাত-২২৪৯

[১৯১] - আবূ দাউদ, হা-১৪৮১ ও তিরমিযী, হা-৩৪৭৭

তৃতীয় অধ্যায়: পর্যালোচনা

عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ فَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا (١٩٢) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ.

অর্থ: সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল, দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে হাত উঠায় তখন তার হাত (দো'আ কবূল না করে) খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (193)

ইমাম হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। লা-মাযহাবীদের আলেম সফিউর রহমান মোবারকপুরী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এটিকে সহীহ বলে মেনে নিয়েছেন। অন্যদিকে ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদীসটি বর্ণনা করে কোনো মন্তব্য করেননি। এতে বোঝা গেল, হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ।

লা-মাযহাবীদের কথিত আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানী সহীহ ইবনে মাজাহ ও দ'ঈফ ইবনে মাজাহ নামে দু'টি কিতাব লিখেছেন। এতে এ হাদিস সহীহ ইবনে মাজাহ'য় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লা-মাযহাবীদের আলেম উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী মিশকাত শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ হাদীসকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যায়, হাদীসটি সবার কাছে সহীহ এবং নির্ভরযোগ্য।

এ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে দো'আর সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ রয়েছে, যা কোনো বিশেষ দো'আ কিংবা বিশেষ সম্পর্কে নির্দিষ্ট নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য বিধায় ফরয নামাযের পর দো'আয় এটি প্রযোজ্য।

হযরত ইমাম তিরমিযি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে একটি অধ্যায় লিখেছেন এভাবে- "দো'আর সময় হাত তোলা সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর বর্ণনা।" তিনি এ বিষয় নিয়ে অধ্যায় নির্ধারণ করাই আমাদের স্মরণ করিয়ে

---

١٩٢ - باب رفع الأيدي في الدعاء قال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد قال أبو عبد الله وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه

١٩٣ - সহীহ: আবু দাউদ ১৪৮৮, তিরমিযী ৩৫৫৬, মু'কামুল কাবীর লিত্ব ত্বাবারানী ৬১৪৮, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ৩১৪৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৮৭৬, সহীহ আল জামি' ১৭৫৭, সহীহ আত্ তারগীব ১৬৩৫। মিশকাত-২২৪৪

দেয়, দো'আর সময় হাত তোলা ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এতে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেন- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ(194)

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আর সময় হাত উঠালে তা নামানোর আগে চেহারা মোবারকে মুছে নিতেন। (195)।

এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদীসটি হাসান।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত, এ হাদীসের মধ্যে স্পষ্টভাবে দোআ'র সময় হাত তোলার কথা উল্লেখ আছে। এতে বোঝা যায়, দোআ'র সময় হাত তোলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এবং দোআ'র শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করাও সুন্নাত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَوتَ الله فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ (١٩٦)

অর্থ: "তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করার সময় হাতের তালু ওপরের দিকে করো। হাতের তালুর উল্টো দিক করে প্রার্থনা করো না। যখন দো'আ করা শেষ হবে, তখন দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করো (197)।

ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন এভাবে- হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত আবূ দাউদ শরীফের উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে লা-মাযহাবী কোনো কোনো আলেম প্রশ্ন তুলেছেন যে, ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি। সেজন্য হাদীসটি দ'ঈফ। এ প্রশ্নের উত্তরে লা-মাযহাবীদেরই আলেম শামসুল হক আযিমাবাদী আবূ দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আওনুল মা'বুদ'-এ ওই হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, ইমাম আবূ দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যে

---

١٩٤ - (أخرجه أحمد في مسنده (٢٢١/٤) حديث (١٧٩٧٢)، وأبو داود في كتاب «سجود القرآن» في باب «الدعاء» حديث (١٤٩٢)

١٩٥ - জামেয়ে তিরমিজি ২/১৭৬, আল মুজামুল আওসাত লিত্তাবরানি ৫/১৯৭, হাদিস: ৭০৫৩

١٩٦ - رواه ابن ماجه كما في البرهان" (إسبل السلام (1/80)

١٩٧ - আবূ দাউদ ৫৫৩, আদ্দাওয়াতুল কবির লিল বায়হাকি, পৃ. ৩৯

বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি, সে বর্ণনাকারীর নাম ইমাম ইবনে মাজাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবনে মাজাহ শরীফে উল্লেখ করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও তাঁর কিতাব 'তাক্বরীবুত তাহযীব' এ ওই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন। ফলে হাদীসটি দ্ব'ঈফ বলার কোনো অবকাশ থাকে না।

লা-মাযহাবীদের কোনো আলেমের কথা অনুযায়ী যদি ওই হাদীসের সনদ দ'ঈফও ধরে নেওয়া যায়, তখনো আলোচ্য বিষয়ে হাদীসটি দলিল হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী। কারণ লা-মাযহাবীদের আলেম হাফেয আব্দুল্লাহ রওপুরী তার একটি ফাত্ওয়ায় লিখেছেন, "শরীয়তের বিধান দুই প্রকারঃ এক. কোনো কিছুকে বৈধ স্বীকৃতি দেওয়া, দুই. অবৈধ বলে স্বীকৃতি দেওয়া।" প্রথম প্রকারের বিধানের জন্য সহীহ ও দ্ব'ঈফ হাদীস দুটিই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় প্রকারের জন্য শুধু সহীহ হাদীসই প্রযোজ্য।

ফরয নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এটি একটি জায়েয কাজ, হারাম কাজ নয়। তাই মাস'আলাটি প্রমাণিত হওয়ার জন্য সহীহ ও দ্ব'ঈফ উভয় প্রকারের হাদীসই প্রযোজ্য। এ ছাড়া তিনি এও মেনে নিয়েছেন, ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা মুস্তাহাব আমল।[198]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, "তিনি যখন হাত উঠিয়ে দো'আ করতেন, তখন নিজের হাত মুবারক চেহারা মোবারকে ফেরাতেন"[199]।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَرَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ[200]

অর্থ: হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি যে, তিনি এক ব্যক্তিকে সালাম ফেরানোর পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে

---

১৯৮ - ফাতাওয়া উলামায়ে আহলে হাদিস ১/২২-১৯৮৭ ইং

১৯৯ - আবু দাউদ, হাদিসটি মুহাদ্দিসিনের কাছে গ্রহণযোগ্য

২০০ - رواه الطبراني ، وترجم له فقال: محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن عبد الله بن الزبير ، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد « كتاب الأدعية « باب ما جاء في الإشارة في الدعاء ورفع اليدين. رقم الحديث.17345

বললেন, 'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই হস্তদ্বয় উত্তোলন করে মুনাজাত করতেন; আগে নয়।'[201]

এ হাদীস হাফেয ইবনে হায়সাম ত্বাবারানীর বরাতে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "ওয়া রিজালুহুস সেক্বাত"(এর সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বার এ হাদীসে ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দো'আ করার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। আসওয়াদ আমেরি তাঁর বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ফযরের নামায আদায় করেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফেরানোর পর পাশ ফেরালেন এবং হাত মুবারক তুলে দোআ' করলেন।[202]

হযরত ফদ্বল ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার এই বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে হাত উঠিয়ে দো'আ করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।

এ হাদীসে প্রমাণিত হয়, নামায খুশূ'-খুদূ'র সঙ্গে পড়া এবং এরপর দুই হাত তুলে হাতের তালু চেহারার সামনে রেখে দো'আ করা।[203]।

মুহাদ্দিস ও ফক্বীহদের দীর্ঘ যাচাই ও আলোচনার পর হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلَهِي وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَعْقُوبَ، وَإِلَهَ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي، فَإِنِّي مُضْطَرٌّ، وَتَعْصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلًى، وَتَتَّالَنِي بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ، وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنٌ، إِلا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ. " [204]

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর হাত প্রসারিত করে এই দো'আ করবে: "হে আল্লাহ! যিনি আমার এবং

---

২০১ - ই'লাউস সুনান, ৩/১৬১

২০২ - এলাউস সুনান ৩/১৬৪, ফাতাওয়ায়ে নজিরিয়া ২৪৫, ২৬৫, ৩৫২

২০৩ - তিরমিজি, নাসায়ি

২০৪ - عمل اليوم والليلة لابن السني رقم الحديث: ١٣٧

ইব্রাহীম, ইসহাক্ব, ইয়াকুব আলাইহিমুস সালামের খোদা, জিবরাইল, মীকাঈল, ইসরাফীল আলাইহিমুস সালামেরও খোদা, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি যেন আমার দো'আ কবুল করে নাও। কারণ আমি মুখাপেক্ষী, পেরেশান এবং অপারগ। আমাকে দ্বীনের সঙ্গে হেফাযত করুন। কেননা আমি সমস্যাগ্রস্ত, আমাকে তোমার রহমত দ্বারা সিক্ত কর, কেননা আমি গুনাহগার, আমার থেকে অভাব দূর করে দাও কেননা আমি অভাবগ্রস্ত।" তখন আল্লাহ তা'আলা তার দু' হাতকে খালি না ফেরানোটা নিজের বদান্যতা অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করে নেন। (205)।

এ হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কিছু কথা থাকলেও ইবনে মুইন বলেছেন, হাদীসটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করায় কোনো সমস্যা নেই। একই মন্তব্য করেছেন ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ানেরও সুতরাং হাদিসটি নির্ভরযোগ্য ।

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কিতাব আদ্দা'ওয়াতে 'বাবু রাফ'ইল ইয়াদায়ন ফিদ দো'আ অধ্যায়ে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করেছেন, দো'আর মধ্যে উভয় হাত মুবারক এ টুকু উঠিয়েছেন, যাতে তাঁর বগল মুবারকের শুভ্রভাগ দেখা গিয়েছে।

এ ছাড়া ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সূত্রে বর্ণিত দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে- এ তিনটি হাদীসের আলোকে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, প্রথম হাদীসটি তাঁদের খণ্ডন, যাঁরা বলেন হাত তুলে দো'আ করা শুধু ইসতিস্কার নামাযের জন্যই খাস। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাঁদের খণ্ডন, যারা বলেন, ইস্‌স্কার দো'আ ছাড়া অন্য কোনো দো'আ হাত উঠানো যাবে না। (206)

এ মাস'আলার সমর্থনে হযরত ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও হাকেমের উদ্ধৃতি দিয়ে

---

২০৫ - ইবনুছ ছুন্নী : ৬১ আমলুল ইয়াওমি ওয়াল্লায়লাতি ৪৮, ৪৯, কানজুল উম্মাল ২/৮৪)

২০৬ - ফতহুল বারি ১১/১১৯

আরো কিছু বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তা থেকে কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করছি।

'এরপর তিনি উল্লেখ করেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে এবং খুব পেরেশান ও মলিন বদনে আসমানের দিকে হাত তুলে দো'আ করেন, হে আল্লাহ!... তখন ওই ব্যক্তির দোআ' কবুল করা হয়।(207)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দো'আ করার সময় বুক পর্যন্ত হাত মুবারক তুলতেন এবং দো'আ শেষে হাত মোবারক চেহারায় ফেরাতেন।(208)।

"নামায শেষ করার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ডান হাত মুবারক কপালের ওপর ফেরাতেন...(209) ।

সিহাহ সিত্তার অনেক হাদীস থেকে এ কথা তো দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে দো'আর সময় হাত উঠিয়েছেন এবং হাত মুখে ফিরিয়েছেন।

ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুহাযযাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল মাজমু' গ্রন্থে দো'আর মধ্যে হাত উঠানো এবং হাতের তালু মুখে ফেরানোর ব্যাপারে ৩০টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি এর বিধান সম্পর্কে মন্তব্য করেন, দো'আয় হাত উঠানো মুস্তাহাব।(210)।

সব শেষে ইমাম নাওয়াভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন, যারা এসব হাদীসকে কোনো সময় বা স্থানের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে, তারা বড় ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

তিনি কিতাবুল আযকারে নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করার বিষয়টি জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন এবং এর প্রমাণে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা এবং আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার হাদীস উল্লেখ করেছেন। (211)

বিষয়টি নিয়ে হযরত ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফাতহুল বারী ১১/১১৮ এবং বুলূগুল মারামে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন হাদীস উল্লেখ করে দো'আ হাত উঠানো মুস্তাহাব প্রমাণ করেছেন।

---

২০৭ - রাফউল ইয়াদাইন ১৮, সহিহ মুসলিম কিতাবুদ দোআ'

২০৮ - মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ২/২৪৭

২০৯ - ইবনে সুন্নি ৩৯

২১০ - আল মাজমু ৪৪৮-৪৫০

২১১ - কিতাবুল আযকার ২৩৫

বর্তমানে লা-মাযহাবী যারা নামাযের পর দো'আ করাকে সরাসরি বিদ'আত বলে হক্কানী উলামা-ই কেরামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে, এ ব্যাপারে তাদের বিজ্ঞজনদের মতামত কী, দেখা যাক।

তাদের উল্লেখযোগ্য কিতাব 'নজলুল আবরার'। তাতে স্পষ্টভাবে লেখা আছে- "দো'আকারী দো'আর সময় হাত উঠাবে। কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলবে। এটি দো'আর আদব। কারণ এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।"

এরপর লিখেছেন, যে দো'আ হোক, যখনই হোক, চাই তা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরে হোক বা অন্য সময়, তাতে হাত তুলে দো'আ করা উত্তম আদব। হাদীসের মর্মবাণী এর প্রমাণ বহন করে। মূলত নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করার বিষয়টি নিতান্তই স্বাভাবিক এবং সবার জ্ঞাত হওয়ায় সে ব্যাপারে ভিন্নভাবে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না।" (212)

তুহফাতুল আহওয়াযীর লেখক আব্দুর রহমান মোবারকপুরী তার কিতাব তুহফাতুল আহওয়াযীতে লিখেছেন, নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করা জায়েয।(213)

জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে প্রকাশিত 'আলমুহাদ্দিস', জুন ১৯৮২ সালে উবাইদুল্লাহ মোবারকপুরী একটি ইস্তিফতার জবাবে লিখেছেন- "ফরয নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে স্বীকৃত বিষয়।" তিনি আরো লিখেছেন, "আমাদের মতে ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পর বাধ্যবাধকতা ছাড়া ইমাম ও মুক্তাদি হাত উঠিয়ে অনুচ্চস্বরে দো'আ করা জায়েয। এটি একাকী হোক বা সমষ্টিকভাবে হোক। আমাদের আমলও এটি"। (214)

মোদ্দাকথা, নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করার বিষয়টি বিদ'আত বলা মুসলমানদের মধ্যে নতুন ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়। এ ব্যাপারে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি সমাধানমূলক যে কথাটি বলেছেন, তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন- "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রায় দো'আ যিক্‌র হিসেবেই হতো। তাঁর জিহ্বা মোবারক সব সময় আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকত।"

---

২১২ - নাজলুল আবরার ৩৬
২১৩ - তুহফাতুল আহওয়াজি ২/২০২, ১/২৪৪
২১৪ - মুহাদ্দিস, জুন ১৯৮২

দো'আ শুধু হাত তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। আবার এমনও নয় যে, দো'আয় হাত তোলা বিদ'আত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর দো'আয় হাত তুলেছেন। কিন্তু কম তুলেছেন। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন যিক্‌রই সব সময় করতেন, যা তাঁর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ছিল। বাকি বিষয় তিনি উম্মতের উৎসাহের জন্য করেছেন। কাজেই কেউ যদি নামাযের পর নিয়মিত দুই হাত তুলে দোআ' করেন, তবে তিনি রাসুলের উৎসাহ দানের ওপর আমল করছেন।

উপরোক্ত কোরআন, হাদীস ও অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর মুনাজাত করতেন, চাই ফরয হোক বা নফল এবং মুনাজাত করার সময় দু'আর আদব হিসাবে উভয় হাত মুবারক তুলতেন এবং শেষে উভয় হাত চেহারায় মসেহ করতেন। আর নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এরূপ আমল করতেন তখন সাহাবীগণও (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এ আমল করতেন। কারণ, নবী কারীম সল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লামের আমল ও নির্দেশের পর সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন না। এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো, হাত তুলে দো'আ করা মুস্তাহাব এবং নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করাও উত্তম কাজ। নামাযের পর হাত তুলে দো'আ করার বিষয়টি বিদ'আত বলা মুসলমানদের মধ্যে নতুন ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়।

--- সমাপ্ত ---

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

প্রকাশনায়
আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬
E-mail : monthlytarjuman@gmail.com, monthlytarjuman@yahoo.com
www.anjumantrust.org